কৃতজ্ঞতার মূল্য

প্রথম সংস্করণ

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ঘোষ।



৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

পৌষ, ১৩২৫

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুকষ্টল।
৭৮।২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মানসী প্রেস
১৪।এ রামতনু বসুর লেন,
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

উপহার পৃষ্ঠা

কৃতজ্ঞতার মূল্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

শৈলেন্দ্রনাথ যে বৎসর বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, আন্দোলনের কেন্দ্র কলিকাতা হইতে বিধবা-বিবাহ-সমস্যার তরঙ্গ-সংঘাত সে বৎসর বাঙ্‌লার জাতীয় জীবনে বেশ একটু স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই জাগরণের উত্তেজনায় যে কয়টা শিক্ষিত যুবক বিশেষভাবে বাল-বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াই সংসার প্রবেশে উদ্যত হয়, শৈলেন তাহাদেরই অন্যতম।

বিবাহের কয়েক মাস পরে জগৎপ্রসন্ন বাবুর বাটিতে শৈলেন সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হইল। জগৎবাবু তখন মুর্শিদাবাদের সিনিয়ার ডেপুটী, পূজার অবকাশে সপরিবারে বনগ্রামের বাটীতে আগমন করিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর শৈলেনকে ডাকিয়া লইয়া জগতবাবুর স্ত্রী ত্রিতলের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। জননীর সহিত

আবাল্য-সখিত্বের সুবাদে শৈলেন বাল্যকাল হইতেই ইঁহাকে 'মাসিমা' বলিয়া ডাকিত—মধ্যে বহুকাল উভয় পরিবারে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না—কিন্তু আজিকার নিমন্ত্রণ শুধু যে পুরাতন আত্মীয়তাকে নূতন করিয়া লইবার জন্য, একথাও তাই বলিয়া সত্য নয়; ইহার একটি ভিন্নমুখী উদ্দেশ্য ছিল এবং সেইটিই এই নিমন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

"অনেক দিনের পর তোমাকে পেয়ে বড়ই আহ্লাদ হ'ল"—শৈলেনকে সম্বোধন করিয়া ডেপুটী-গৃহিণী বলিতে লাগিলেন—"সেই ছেলে বেলায় দেখেছি আর এই দেখ্‌ছি। তোমার বিয়ের সময় এতই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ছিলাম বাবা, যে কোনো রকমেই যাওয়া ঘটে উঠ্‌লো না; এজন্য তোমার মা শুনিয়ে দিয়েছেনও খুব।"

উক্ত প্রকার ভূমিকায় যে কথা আরম্ভ হইল, বহুবিধ অতীত প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে নিম্নোদ্ধৃত উপসংহারে পৌছিয়া তাহা শৈলেন্দ্রকে লজ্জিত-হাস্যে নত-মুখ করিয়া দিল। ডেপুটী-গৃহিণী আরব্ধ প্রসঙ্গের অবসানে বলিলেন—"তা' বেশ হয়েছে, তুমি উপযুক্ত সময়েই বিয়ে করেছো; বৌটী তোমার খাসা, বেশ মানানসৈ—দেখে আমি ভারী খুসী হয়েছি।"

ইহার পর যে কথা ধীরে ধীরে উত্থাপিত হইল,

তাহাতেই বর্ত্তমান আহ্বানের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি নিহিত ছিল, সুতরাং সেই কথাই বলিব।

ক্ষণকাল নীরবে কাটাইয়া জগৎবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"বাবা শৈলেন, তুমি তো ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, উচ্চ শিক্ষাও পেয়েছো; তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে"—

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া শৈলেন তাড়াতাড়ি বাধা দিল—"এতটা পর করে' দিচ্ছেন কেন মাসিমা? আপনিও 'অনুরোধ' করলে দাঁড়াই কোথা?"

"পাগল ছেলে!" স্নেহ-স্নিগ্ধ হাস্যে মাসিমা কহিলেন—"আচ্ছা, না হয় মায়ে পোয়ে পরামর্শই করি আমরা।" অতঃপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—"ছেলে বেলা দেখেছিলে, তবু অনুপমাকে তোমার মনে আছে বোধ হয়; তার হতভাগ্যের কথাও হয়তো শুনে থাকবে; আহা বাবা, মেয়ের মধ্যে ঐ একটি—বারো বছর বয়সে বিয়ে দেই—কিন্তু ঐ বিয়ের সময় যা' স্বামীর ঘরে যাওয়া, তার পর আর বাছাকে যেতে হ'ল না"—ডেপুটী-গৃহিনী অঞ্চল প্রান্তে আর্দ্র নয়ন দুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

ক্লিষ্টকণ্ঠে শৈলেন বলিল—"হাঁ শুনেছিলাম বটে;

বিলেতের পথে জাহাজ-ডুবি না কি ঐরকম একটা দুর্ঘটনায় তিনি মারা পড়েছিলেন না?”

“আর তুলো না সে কথা বাবা। আমি বলেছিলাম—ওগো কাজ নেই আর ব্যারিষ্টারীতে, দেশে থেকে যতদূর হয় হোক, কিন্তু উনি শুনলেন না,—বললেন ক'টা বছর বইতো না, বি এ তে প্রথম হ'য়েছে, যাক না পাশটা ক'রে আসুক, ছেলে দুটোর কেউ তো মানুষ হ'ল না। হ'ল পাশ করে আসা—বিলেতে আর পৌছতেও হ'ল না”—একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জগৎবাবুর স্ত্রী থামিলেন।

ইহার পর কি কথা আসিতেছে তাহা অনুমান করিতে শৈলেন ঠিক সাহস করিল না, কারণ তাহার বিবাহোৎসবে যোগ দিবার পক্ষে এই পরিবারটার বাধা যে কোথায় ছিল তাহা সে জানিত। উৎকণ্ঠিত-চিত্তে সে বলিল—“আমাকে কি করতে হবে বলুন, আমার সাধ্যমত চেষ্টার—”

“তা জানি শৈলেন, নইলে তোমাকেই বা বিশেষ করে' বলবো কেন? এ বাড়ীর মধ্যে বৌমাদের আমোদ-আহ্লাদের মাঝখানে এ করুণছবি আর আমি দেখতে পারিনে বাবা। ছেলে দুটোও যদি মানুষের মতন হ'ত,—তাও নয়; বোনটির জন্যে দুটো মিষ্টি কথাও কখনো তাদের মুখে শুনতে পাই যদি! বৌদিদি দুটী, তাদের কাছেও যেন একটা

উপদ্রবেরই সামিল। আমরা বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই এই,—তাই ভাবি আমরা সরে গেলে এ সংসারে কেমন করে ও থাকবে।"

ডেপুটি গৃহিণী থামিলেন; পরে শৈলেনের দিকে চাহিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"যতই সে বড় হ'চ্ছে, শৈলেন, ততই তা'র নিজের অবস্থার ছবি সে স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পাচ্ছে, ততই তা'র কথাবার্ত্তাও যেন সংক্ষেপ হ'য়ে আসছে; সেই ছেলে বেলাকার চট্‌পটে চঞ্চল মেয়ে আজ যে কি-ধীর—কি-শান্ত হ'য়ে গিয়েছে তা' আর কি বলবো। তুমি বল্‌বে ধীরতাই তো ভাল, কিন্তু না বাবা, এ ধীরতা যে কি মর্ম্মান্তিক তা' মা আমি, আমিই বুঝ্‌তে পারি। কত রকমের ভাল ভাল বই, শেলাইয়ের উপকরণ, গের স্থালী কাজ প্রভৃতির মধ্যে তা'কে ব্যস্ত রেখেছি—তা' ছাড়া লেখায়, পড়ায়, গানে, বাজনায়, মনকে ভরিয়ে রাখ্‌বার কতই না উপায় তা'র হাতে রয়েছে—কিন্তু বাবা, গলা টিপে কি কেউ স্বভাবের বিকাশ"—

"অত কথা কেন বল্‌ছেন মাসিমা, আমি যে নিজেই"—গর্ব্বে ও সঙ্কোচে ঠোকাঠুকি হইয়া শৈলেনের বক্তব্যটুকু অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেল।

ধীরে ধীরে ডেপুটী-গৃহিণী বলিলেন—"আমি অন্তর

আবার বিয়ে দেব, তোমাকেই তা'র ভার নিতে হবে শৈলেন; তুমি আমার ছেলের মত, অনুকেও তোমার বোনের মতন মনে ক'রো। তুমি ভার না নিলে এ-সমাজে থেকে এরকম কাজ সুসম্পন্ন করা যে কতদূর—"

একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শৈলেন বলিল—"ভার নিতে আমার ভয় নেই, কিন্তু একটা কথা,—অনুপমা কি নিজে—"

বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই যুবতীটির আবির্ভাব শৈলেন্দ্রের চকিত-দৃষ্টিখানিকে বারান্দা-প্রান্তে আবদ্ধ করিয়া ধরিল, তাহাকে দেখিবামাত্র মনে হইল, যেন এতক্ষণের চতুর্দ্দিক-বিক্ষিপ্ত জ্যোৎস্নাধারা কোনো আকস্মিক উপায়ে জমাট বাঁধিয়া গিয়া ঐ মূর্ত্তিখানিতে বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে।

নবাগতের মুখে আপনার নাম উচ্চারিত শুনিয়া যুবতীও থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এক্ষণে জননীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে কি বলিল।

"না, শৈলেন এ দু'দিন আর ফিরবে না,"—তনয়ার হাতখানি সস্নেহে কণ্ঠবিমুক্ত করিয়া মাতা কহিলেন—"পূবের ঘরে বিছানা হবে, সে ব্যবস্থা আমিই গিয়ে করছি, তোমার আর সে জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না মা।...অনু, না

বাসনে এখানে একটু বোস্‌…শৈলেনকে লজ্জা কি, এ যে তোর দাদা হয় রে…হ্যাঁ, কি বলছিলে শৈলেন ?"

মহাবিপদ ! এই অনুপমা ? ঝিল্লীগীতি-বিকম্পিত নবমী-নিশার চন্দ্রালোক-তলে বেষ্টিত-কণ্ঠ জননীর পার্শ্বে অর্দ্ধোপবিষ্টা এই যুবতীটি, সপ্তদশ শরতের শেফালি হাস্য-তরঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্য-মাখা এই মূর্ত্তিখানি—ইহারই বিবাহের কথা হইতেছিল এবং সে-কথা এখন ইহার সম্মুখেই চলিবে ! শৈলেন্দ্র ভাবিয়া দেখিল, অব্যবসায়ীর পক্ষে ঘটকালী করাটা যথেষ্ট সহজ সাধ্য নয়।

শৈলেনকে সঙ্কুচিত দেখিয়া জগৎবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"তুমি লজ্জা করছো কাকে বাবা ? অনু তো তোমার বোনেরই মত।"

সে-বিষয়ে শৈলেনের সন্দেহ ছিল না, তথাপি বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া এরূপ ক্ষেত্রে আলোচনা চালাইতে পারা যে খুবই অনায়াস তাহাও সে ভাবিতে পারিতেছিল না। মাদুরের কাঠি খুঁটিতে খুঁটিতে সে উত্তর করিল—"আমি বলছিলাম, অনুপমার নিজের এ সম্বন্ধে মত আছে কি না ? রূপের দিক থেকে যা' ঝরে যায়, অনেক সময় তা' ধ্যানের দিকে ফুটে ওঠে বলে' শুনেছি ; স্বামীর স্মৃতি অনেকের মনে"—

ডেপুটী-গৃহিণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, না, সে-সব কিছু নয় ; সে আমি ভাল রকমই জানি ; ক'দিনের জন্যেই বা বাছা আমার,—না, না, সে-সব তুমি ভেবো না শৈলেন।…এই দেখ একবার, তোর আবার কি হ'ল? —পালাতে হবে না, বোস্—ছি মা, লজ্জা কিসের"—পলায়ন উন্মুখ কন্যার দক্ষিণ প্রকোষ্ঠখানি জননীর বাম বাহুতলে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

অনুপমা বসিয়া পড়িল, কিন্তু লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া। চারিদিক্ হইতে তাহার কাণে বাজিতে লাগিল —"ছি ছি ছি, কি ঘৃণা!"

বাস্তবিকই ছি ছি ছি! গোপনতম অন্তর-প্রদেশের যে-বেদনাটাকে সুরক্ষিত বলিয়াই অনুপমার ধারণা ছিল তাহা যে জননীর সতর্ক দৃষ্টি-তলে এমন করিয়া ধরা পড়িতে পড়িতে আসিয়াছে যাহাতে তাঁহার মধ্যে প্রতীকারের চেষ্টাও ভিতরে ভিতরে উদ্যত না হইয়া থাকিতে পারে নাই, এত বড় লজ্জার বিষয় অনুপমার পক্ষে আর কি হইতে পারে? তাহার পর একি কথা! একেবারেই বিবাহ-প্রস্তাব পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িয়াছে! দুঃখ থাক্, দৌর্ব্বল্য থাক্—তথাপি অনুপমার মানস-চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে এরূপ সম্ভাবনার কোনো

কল্পনা-ছবিই তো কখনো দেখা দেয় নাই! আপনাকে বিধবা জানিয়া পর্য্যন্ত বাসনা প্রবল যৌবন-প্রকৃতির সহিত সংগ্রামকেই তো সে নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত করিয়া তুলিতেছিল,—বিধাতার এই দণ্ডটার সহিত আপোষের চেষ্টা ছাড়া ইহাকে অতিক্রম করিবার অন্য উপায়ও যে চিন্তার আশ্রয়স্থল হইতে পারে এমন কথা কৈ, কখনো তো সে সাহস করিয়া মনে আনে নাই! তবে কি জন্য?—

অনুপমা যতই কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল,—কি প্রকারের কোন্ পরামর্শ এতক্ষণ ধরিয়া তৎসম্বন্ধীয় আলোচনাকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছিল, ততই মুখ তুলিয়া বসা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। হয়তো কত কথাই হইয়া গিয়াছে,—হয়তো জননীর স্নেহ-অন্ধ অসাবধানতার হস্ত হইতে নারীচিত্তের এমন কোনো দৌর্ব্বল্যই রক্ষা পায় নাই যাহাতে এই নবাগত আত্মীয়টি মনে মনে অনুপমাকে শ্রদ্ধা করিতে পারে!

'ছি ছি, মা'র কি একটুও হিসাব বোধ নাই? প্রাণের প্রচ্ছন্নতম দৌর্ব্বল্যটুকুকে এমন করিয়া লজ্জা না দিলে তাঁহার স্নেহান্ধ-দৃষ্টি মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণতা কি তৃপ্ত হইত না? এ যে কোনোখানেই কিছু গোপন রহিল না, সমস্তই ধরা পড়িয়া গেল—তাই কি শুধু মাতার চক্ষে!'—অনুপমার

কান্না আসিতে লাগিল, রুদ্ধ বেদনায় তাহার উভয় কপোল রক্তাভ হইয়া উঠিল; দুঃখ সহিতে কখনই তো সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে নাই, তবে কি জন্য তাহার মাতা এত বড় লজ্জাকর অনুমান-কথা প্রকাশ করিলেন যে বিবাহই বিশেষ ভাবে তাহার মর্ম্মবেদনার আকাঙ্ক্ষিত ঔষধ?

এই অবকাশে শৈলেন্দ্রনাথ অনুপমার লজ্জার ক্লিষ্ট আননখানি হইতে তাহার মনোভাব পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কি পাইল তাহা বলা যায় না, কিন্তু পাত্র অন্বেষণের ভার যে লইতেই হইবে সে-বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। প্রথম দর্শনের সঙ্কোচ ইতি মধ্যে কতকটা কাটিয়া আসিয়াছিল সুতরাং সহজ ভাবে মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিতে পারা শৈলেনের পক্ষে আর কঠিন মনে হইতেছিল না; তাই এতক্ষণের মর্ম্মস্পর্শী আলোচনাগুলিকে আবির্ভূতার উপর আরোপ করিয়া দেখিতে দেখিতে সহানুভূতির বেদনায় তাহার স্বভাব-কোমল চিত্তখানি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—আহা, সে কত বড় সৃষ্টিই না হইবে, যদি ঐ স্নিগ্ধ-তরুণ নয়নতখানির হতাশা মলিন দৃষ্টিদর্পণে চতুর্দ্দিকের জগৎকে আবার আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারা যায়!

ঐ সুগঠিত সুগোল বাহুদুটি, ঐ ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলরাশি ঐ প্রস্ফুটিত চম্পক-বর্ণাভা, সর্ব্বোপরি ঐ অনিন্দ্যসুন্দর আননখানি যে বর্ষে বর্ষে একটা বিশ্বজোড়া বিসর্জ্জনের সুরে সকরুণ হইয়াই উঠিতেছে এ অনুভূতি শৈলেনকে ক্লিষ্ট করিল,—তাহার মনে পড়িল সেই আর একটা দিনের কথা, যেদিন কমলাবালার মলিন প্রতিমাখানিকে এমনি চক্ষে দেখিয়া সমস্ত হৃদয়ের ঐকান্তিকতা দিয়া সে তাহাকে গৃহে বরণ করিয়া আনিয়াছিল। সেই কমলা আজ কতই না আগ্রহে তাহাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়াছে,—কতই না অনায়াসে তাহার সেই অতীত হতাশায় গড়া অন্ধকার ভবিষ্যৎ আজিকার এই প্রেমালোক সুন্দর বর্ত্তমানের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!

শৈলেনের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া ডেপুটী-গৃহিণী এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কমলা বিধবা হ'য়েছিল ক'বছর বয়েসে শৈলেন? সেও তো হিন্দুঘরের মেয়ে, না?"

বিবাহে আপত্তি জানাইয়া উত্থিত-প্রসঙ্গ শেষ করিয়া দিবার জন্য অনুপমার মনের ভিতর একটা প্রয়াস জাগিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ এ একটা কি কথা সদ্যঃ প্রকাশিত বিস্ময়ের মত তাহার কাণে বাজিল!

যে কমলা আজ তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া

আসিয়াছে, এও তাহারি মত বিধবা ছিল? এই শৈলেন, যাহাকে বাল্য-সহচর-রূপে অনুপমার নিকট তাহার মাতা পরিচিত করিয়া দিতেছেন, ইনিই তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন? দৃষ্টান্ত এত কাছে—অথচ।...

এই যে অনুপমার চক্ষের সম্মুখে সৃষ্টি-যবনিকার একটা দিক্ খসিয়া পড়িল, এখানে তো কৈ দাম্পত্য-জীবনের ছবি কিছুমাত্র অসাধারণ হইয়া নাই! সাধারণ স্বামি-স্ত্রী হইতে কোনো দিক্ দিয়াই তো ইহারা বিশেষ হইয়া পড়িয়া নাই! মেলা, মেশা, চলা, ফেরা—স্নেহ, ভালবাসা সহানুভূতি, করুণা,—সুখ, দুঃখ, হাসি, অশ্রু প্রভৃতি সমস্তই তো বেশ সহজ হইয়া আছে! তবে?...

প্রশ্নের উত্তরে শৈলেন জানাইল যে কমলার বৈধব্য অনুপমার মত বয়সেই ঘটিয়াছিল এবং সে হিন্দুঘরেরই কন্যা।

অনুপমা ভাবিয়াছিল, কোনো মতেই আর শৈলেনের দিকে চাহিতে পারিবে না—কিন্তু মাঝখানে তাহার মনের উপর দিয়া যে বাতাসটা বহিয়া গেল তাহাতে তাহার অন্তরের কৌতূহল যেন বিশেষ ভাবেই ঐ যুবকটীকে বেষ্টন করিতে চাহিল; অন্ততঃ শৈলেনের ঐ উত্তরটুকু কেমন করিয়া যে তাহার দৃষ্টিকে যুবকের মুখের দিকে

অনায়াসেই টানিয়া লইল। তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

মুহূর্তের দৃষ্টিতেই অনুপমা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে এই যুবকটীর নিকট লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই, কেননা নারীহৃদয়ের গোপনীয়তা এখানে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। অনুমার মনে হইল, একটা মাত্র বিধবাবালিকার চিত্ত-রহস্যক্ষেত্রে অধিকার বিস্তার করিয়া এ-যুবক যেন সম-অবস্থার সমস্ত হৃদয়কেই সঠিক চিনিয়া লইয়াছে এবং একটি হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া অপর-গুলিকেও সমান শ্রদ্ধা ও সমাদরের চক্ষে দেখিতে পাই-পাইয়াছে। বস্তুতঃ, এই বুকখানিতে পরের বেদনা বাজি-বার যে স্থান আছে এবং সেই স্বভাবদত্ত স্থানটাতে মাতার অসাবধানতা সত্ত্বেও সে যে অশ্রদ্ধার আসন পায় নাই, তদ্বিষয়ে সংশয়মুক্ত হওয়ায় অনুপমার বুক হইতে বোঝা নামিয়া গেল,—ইহার পর শৈলেনকে যে স্নেহময় সুহৃদ-রূপেই স্বীকার করিতে হইবে সে-পক্ষে তাহার মনে সংশয় মাত্র রহিল না।

নীচে নামিয়া আসিবার সময় কন্যাকে সম্বোধন করিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কমলার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে অনু? সে কোথায়?"

নতমুখে অনুপমা জানাইল—"বৌদিদিদের সঙ্গে তাস খেলছিলেন দেখে এসেছি ; আমার সঙ্গে তিনি আলাপ করেন নি।" শেষ কথাকয়টাতে যে বিষণ্ণ-স্বরটুকু বাজিল তাহা একই কালে জননীর প্রাণে ও শৈলেনের মনে আঘাত করিল।

"দোষ কার ?" ঈষৎ হাসিয়া শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু সম্বোধনপদের ব্যবহার করিল না।

লজ্জানত মুখে অনুপমা উত্তর দিল—"হয়তো আমারই, যখন তিনিই এ-যাত্রা অতিথি।" শৈলেন বালকের মত হাসিয়া উঠিল, জগৎবাবুর স্ত্রীও হাসিলেন এবং উভয়ের ভিতর হইতে প্রথম সঙ্কোচের বাধা সরিয়া যাইতে দেখিয়া মনে মনে কতকটা খুসীও হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বহুবিধ সম্ভব-অসম্ভবের চিন্তায় অৰ্দ্ধবিনিদ্র রাত্রি কাটাইয়া, দশমীর দিন সকাল বেলা আপন ঘরের কপাট-টাতে ঠেস্ দিয়া অনুপমা যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিগত-সন্ধ্যার ঘটনা তাহার অভ্যস্ত-জীবনের সম্মুখে যে সমস্যা ও সম্ভাবনার তরঙ্গ লইয়া আসিয়াছে তাহা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে এতখানি শক্তি অনুপমার কোথায়?

তথাপি, এ কথাও সত্য নয় যে বিবাহ-দিবসখানি অনুপমার স্মৃতিপট হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সাত আট বৎসর বয়সে যাহা ঘটিয়াছে, এমন অনেক ঘটনার চিত্র স্বকায় রস-মাধুর্য্যে আমাদের মনগুলিকে জড়াইয়া রাখে;—এ অবস্থায় হৃদয়-সর্ব্বস্ব কিশোরীর পক্ষে এমন একখানি স্মরণ-যোগ্য দিনের কথা বিস্মৃত হওয়া কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

না, তাহা পারে নাই,—তাই সারারাত্রি অনুপমা আপনার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবনা লইয়া অনেক কথাই ভাবিতেছিল।

প্রথমতঃ সে তাহার বিবাহ-রাত্রির ছবিখানি মনে মনে

আঁকিতে চেষ্টা করিল,—চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। ধীরে ধীরে তাহার মনের সম্মুখে দু'টী স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু ফুটিয়া উঠিল,—সে চক্ষুর আকার বা গঠন খুব স্পষ্ট নয়, তথাপি তাহা যে বিশেষ কোনো একটি ভাবের প্রকাশ ইহা তাহার বেশ মনে পড়িতে লাগিল। যে-কবার স্বামীর সহিত দেখা হইয়াছিল তাহার ভিতরই উভয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণ যে মাধুরীময় হইয়া উঠিতেছিল তাহা সে আজও অনুভব করিল; আরও অনুভব করিল, কতকগুলি স্নিগ্ধ মধুর সম্ভাষণের স্বপ্নজড়িমা, যাহার অন্তর্নিহিত ভাবটী মাত্র মনে জাগে, কিন্তু যে স্বর-বিশিষ্টতাকে আশ্রয় করিয়া উহারা প্রকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা একেবারেই মনে আনিতে পারা যায় না।

অনুপমা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামীর আকৃতিকে কোনোমতেই চিত্তপটে ফুটাইয়া তুলিতে পারিল না—ঘুরিয়া ফিরিয়া এইটুকই শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল যে তাঁহার প্রকৃতিটী বড় মধুর ছিল। অন্য কাহারও অর্দ্ধস্পষ্ট অনুরাগের আঘাত দিয়া যে জিনিসটীকে সে আজ মনের সম্মুখে জাগাইয়া তুলিতে পারিল তাহা তাহারই আত্মহৃদয় নিহিত অনুরাগ মাত্র,—কোনো উপলক্ষ্য বা আধার স্মৃতিমূলে সুস্পষ্ট হইল না।

ইহার পরই সদ্যোদৃষ্ট শৈলেন্দ্রের ছবিখানি তাহার কল্পনায় জাগিয়া উঠিল ; কিরূপ সলজ্জ সম্ভ্রমের সহিত সে কথা কহিতেছিল, কতখানি সহানুভূতির আবেগ ঐ অল্প-ভাষী যুবকটীর শ্রুতিমধুর স্বর-হিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছিল তাহা প্রতিমুহূর্তেই তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার প্রস্তাবিত-ভবিষ্যৎ-রচনাভার এই যুবকের উপর অর্পিত হইতেছে, কিন্তু সে-ভবিষ্যৎটা কিরূপ হইবে? অনুপমা মনে মনে আবার একটি বিবাহরাত্রি চিত্রিত করিল—আপনাকে মনঃকল্পিত যে কোনো একটা মূর্ত্তির পার্শ্বে দাঁড় করাইল—তাহার পর ফুলশয্যার দ্বিতীয় চিত্র কল্পনা করিল—তাহার পর?

তাহার পর তাহার বুকের ভিতরটা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল, কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া সে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু ঘুমাইবার পূর্ব্বে যে একটা অসম্ভব সম্ভাবনার কথা তাহার মনে জাগিয়াছিল তাহা—

যদি তাহার স্বামী জীবিত থাকেন! এমন কি হইতে পারে না? কেন, অসম্ভব কিসে? যেদিন তিনি বিলাত যাত্রা করেন, সেদিনকার কথা অনুপমার মনে পড়িল—সে আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা—মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া

গিয়াছিল বটে, কিন্তু চোখে যাহা দেখা যায় নাই তাহাকে কেমন করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়? এমনও তো হইতে পারে কোনো কারণে সংবাদ দিতে না পারিলেও আজও তিনি সেই সমুদ্রপারেই থাকিয়া গিয়াছেন এবং সন্তোষজনক কারণসহ হঠাৎ একদিন ফিরিয়া আসিবেন!

কিন্তু হায়, মৃত্যু সংবাদ কি মিথ্যা হয়? মৃত্যুর নিশ্চিত প্রমাণ কি অস্বীকার করা যায়? মাসে মাসে এখান হইতে টাকা যাইবার কথা ছিল, তাহা যে আর যায় নাই—অন্য উদ্দেশ্যে না হোক, ঐ টাকার জন্যও যে চিঠি আসা উচিত ছিল,—তাহাই বা আসিল কৈ? কিন্তু তথাপি—তথাপি—

ওগো সমুদ্র পারের অনিশ্চয়! সহসা একদিন হাসি-মুখে সেই সাগর-পারের দেশ হইতে অনুপমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া তুমি কি তাহার ভুল-শোনার ঘুম ভাঙাইয়া দিবে না? "মৃত্যু মিথ্যা—আমি আছি" এই আকাঙ্ক্ষিত বাণীটা কোনোদিনই কি তোমার মুখ হইতে শুনিতে পাইবে না? কে বলিবে, অনুপমার ভবিষ্যৎ কোথায়!

* * * *

ভোরের পাখীর প্রথম ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবামাত্র বাড়ীতে দুইটী নূতন প্রাণীর অবস্থান-স্মরণ-পুলকের

সকৌতূহল আকস্মিকতায় অনুপমার বুকের ভিতরটা 'ছাঁৎ' করিয়া উঠিল। অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মিত দিনগুলি হইতে আজিকার দিনটা যে পৃথক অথচ সে-পার্থক্য যে কোন্ বিষয়ে তাহারও নিশ্চিত ধারণা নাই, এমনি একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনাই বোধ হয় ঐ পুলকিত কৌতূহলের কারণ।

প্রাণী দুইটার কথা মনে পড়িবামাত্র গত-সন্ধ্যার ঘটনা ও তৎসম্পর্কিত চিন্তা-চিত্রগুলি বিজলী-ঝিলিকের মত তাহার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-সকল অসম্ভব কল্পনা স্তব্ধরাত্রির গম্ভীরতায় আত্মপ্রকাশ করিয়া সুষুপ্তির অন্তরালে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, ভোরের আলোকপাতে তাহারা যেন কৌতুকের হাসিই হাসিয়া উঠিল। ধ্যেয়ই বা কে, ধ্যানই বা কাহার? জীবনে কত পরিচয় মরিয়া আসে কত ভালবাসা ম্লান হইয়া যায়, কত উন্মুখ-স্নেহ লুপ্ত হইতে থাকে,—হয়তো স্মৃতিতে তাহাদের অস্পষ্ট দাগ থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু সমস্ত ভবিষ্যতের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র অতীতকেই বহন করিয়া চলিতে হইবে কেন? কি জন্য ভবিষ্যতের আলোক-বাতাসের দ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া অতীতের অন্ধকারেই চোখ বুজিয়া বসিতে হইবে?

অনুপমা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল, চারিদিকের দুয়ার জানালা খুলিয়া দিল এবং দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি শেষ করিয়া মুক্ত বাতায়ন পথে ইছামতী নদীর দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। দুই একখানি জেলে-ডিঙি সবেমাত্র চলিতে সুরু করিয়াছে এবং নদীতীরের গাছপালার ভিতর হইতে প্রভাত-পক্ষিকুলের কল-কাকলী স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—কিন্তু এ-সমস্তের দিকে চক্ষু কর্ণ সজাগ হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই পশ্চাতের বারান্দায় অঞ্চল-নিবদ্ধ চাবীর আওয়াজ শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিল এবং সোপান-পথে যে পরিহিত সাড়ীর প্রান্তটুকুকে অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখিল, বুঝিল তাহা কমলার।

ইহার পরই সে দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—বলা বাহুল্য, তাহা ঐ কমলার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায়।

বিগত সন্ধ্যায়, এই নবাগতের সহিত আলাপ না ঘটার দোষ অনুপমা আপন ঘাড়ে লইয়াছিল বটে কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সে দোষী ছিল না,—অন্ততঃ, কমলার কাহিনী শুনিবার পর নিজেকে দোষী মনে করা দূরে থাক্, বরং কমলারই উপর তাহার কতকটা অভিমান জাগিয়াছিল। বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে অনেক বধূসম্প্রদায়ের যাতায়াত ঘটিয়াছে, এবং তাহারা স্বভাবতঃই অনুপমাকে পাশ

কাটাইয়া বৌদিদিদের দলে ভিড়িয়াছে দেখিয়া আপনাকে যথাসাধ্য সরাইয়া রাখাই সে অভ্যাসে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। কমলাকেও সেই দলের কেহ ভাবিয়া সে দেখিতে পারে নাই,—কিন্তু কাহিনীটুকু শুনিয়া কমলা সম্বন্ধে তাহার চিত্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিবামাত্র সে ধরিয়া লইল যে আলাপ না করার দোষ সমস্তই কমলার। অন্য কেহ তাহার সংস্পর্শে সঙ্কুচিত হয় হউক, কিন্তু কমলা কেন হইবে।

তাই, প্রত্যাবর্ত্তন-পথে অনুপমার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র কমলা যখন লজ্জিত-হাস্যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেই উদ্যত হইল তখন তাহার বুকে ভারি একটা বেদনা বাজিল! যে তাহার এতখানি কাছের, যাহাকে তাহার মন এত করিয়া চাহিতেছে, সেও এমন করিয়া তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায় কেন!

মলিন-হাস্যে মুখের বিষণ্ণতা যথাসম্ভব ঢাকিয়া অনুপমা অন্য মনে বলিল—"আমিও এই বাড়ীরই একটি মানুষ; সমবয়সী কেউ বাড়ীতে এলে আলাপ করবার ইচ্ছে রাখি।

একইকালে পুলকিত ও লজ্জিত হইয়া কমলা ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং এমন ভাবে আসিয়া অনুপমার হাত ধরিল যেন ঐ ডাকটুকুরই সে অপেক্ষায় ছিল।

"যাও, এখন আর ভাব করতে হবে না; না ডাকলে তো আর আসতে না।"

কি সুমিষ্ট অভিমান-ভরা অনুযোগ! আনন্দবিদ্ধ হইয়া কমলা কুণ্ঠিত-হাস্যে অপরাধ স্বীকার করিল এবং ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল—"কিছু মনে ক'রো না ভাই,—ইচ্ছে খুবই ছিল, কিন্তু আলাপ করতে আমার ভরসা হয় নি।"

"ভরসা হয় নি এ একটা কথাই নয়—কেন, না হবার কারণ?" অনুপমার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের সপ্রশ্ন চক্ষু দু'টি কমলার মুখের উপর ফুটিয়া রহিল।

কমলা সত্য কথাই বলিয়াছিল কিন্তু এ "কেন"র উত্তর এখন সে কি দিবে? কেমন করিয়া বুঝাইবে যে এখানটায় তাহার একটা দুর্ব্বলতা রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার পর পূর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী দলের ভিতর আপনাকে যেমন সহজ করিয়া তুলিতে পারা যায় না, মনে হয় সে-দল যেন তাহার প্রতি স-কৌতুক অশ্রদ্ধায় চাহিয়া আছে, যেন সেখানে তাহার আর ঠাঁই নাই—এও যে ঠিক সেই জাতীয় দুর্ব্বলতা। কমলা উত্তর দিবার ব্যর্থ চেষ্টায় অনর্থক আপনাকে লজ্জারক্তিম করিয়া তুলিল—দু'একবার কি যেন বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিল না।

অনুপমার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইল,—অত্যন্ত বিমর্ষভাবে সে বলিল—"জানো না কারণ, না—বলবে না ?"

বিপন্ন উত্তর আসিল—"আমার অপরাধ হয়েছিল ভাই!"

"না, বল্‌তে হবে কারণ ; অপরাধ অত সহজে হয় না" —অনুপমার মুখ গম্ভীর।

"কারণ আর কি ছাই"—লজ্জিতহাস্যে কথাটা উড়াইতে গিয়া কমলা বলিল—"তুমি কি ভেবেছো বল দেখি ?"

"বল্‌বো ?"

"বল।"

"ঠিক্ বল্‌বো ?"—উত্তেজনায় অনুপমার বড় বড় চক্ষু দুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"বল"—কমলাও কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিল।

"অস্বীকার করিবে না ?"—মলিন হাস্যে অনুপমা কমলার মুখের দিকে চাহিল।

"না।"

"আমি—আমি বিধবা বলে"—সঙ্গে সঙ্গেই বিগলিত অশ্রুবাষ্পে তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

উঃ!—হঠাৎ বুকের উপর তীর আসিয়া বিঁধিলে মুখের ভাবটা যেমন হয় কমলারও ঠিক সেইরূপ হইল,

কিছুক্ষণ সে কথাই কহিতে পারিল না,—হাসিতে হাসিতে অকস্মাৎ এ কি।

গতরাত্রে শৈলেনের মুখে অনুপমার কথা সে কিছু কিছু শুনিয়াছিল, কিন্তু এই যে আকস্মিক অশ্রু-উচ্ছ্বাস, ইহা তো অল্প কারণে ঘটে না। কত দিনকার সঞ্চিত ব্যথা, কত দিনের কতই সহনাতীত ব্যবহার যে ইহার পশ্চাতে থাকিয়া গিয়াছে তাহা ভুক্তভোগী কমলা সহজেই অনুমান করিতে পারিল। কি নিষ্ঠুর তাহারা, যাহারা চারিদিক হইতে স্বামিহীনাকে সর্ব্বক্ষণই স্মরণ করাইয়া রাখিতে চায় যে সে বিধবা এবং মানব-সংসারের অর্দ্ধেক আনন্দ-অধিকারে ঐজন্যই বঞ্চিতা!

হয় তো এ বাড়ীর কতই আনন্দ উৎসবে হৃদয়ের স্বাভাবিক আনন্দে যোগ দিতে গিয়া কতবার এই অনুপমা আহত হইয়া ফিরিয়াছে—হয়তো কতই হৃদয়হীনের মিথ্যা অমঙ্গল-আশঙ্কা শুভকর্ম্মের সংস্পর্শ হইতে বারংবার ইহাকে সরাইয়া দিয়াছে,—হয়তো কতই সৌভাগ্যবতীর বিরক্তি ও মুখ-ভাব, বিদ্রূপ ও নির্য্যাতনের ছোটখাটো ঝড় ঝাপ্‌টা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছে যে, অনধিকারের ক্ষেত্রে অন্য পাঁচজনের সহিত একেবারেই তাহার সমকক্ষতা নাই!

মনশ্চক্ষের সম্মুখে এমনি কতই সম্ভবপর চিত্র দেখিতে

দেখিতে সমবেদনায় কমলার সমস্ত অন্তরটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—গভীর বেদনা-বোধের নির্ব্বাক্ সান্ত্বনাবাণী তলে অনুপমাকে আচ্ছন্ন করিয়া দুখানি দুঃখকাতর বাহুর আলিঙ্গনে সে তাহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিল।

অনুপমা ইতিমধ্যে নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিতা হইয়া গিয়াছে। এই যে কাণ্ডটা হঠাৎ ঘটিয়া গেল, এই যে তাহার অকারণে-জাগা অভিমান আপন নিয়মে অশ্রু-বাষ্পে ফাটিয়া পড়িয়া কোনো একটা জায়গার দীনতাকে একেবারেই সুগোচর করিয়া দিল, ইহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না অথবা এমন ঘটানো তাহার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু কাল সন্ধ্যার পর হইতে সে যেন আর কোনো মতেই আপনাকে আপনার মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না,—অবজ্ঞা ও অনাদর যে-উৎস শুকাইয়া আনিতেছিল সহানুভূতি ও স্নেহের কোমল-স্পর্শ হঠাৎ যেন তাহার মুখ খুলিয়া দিয়াছে!

কমলা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—"বিধবা বলে' কাউকে তুচ্ছ করতে পারি এতখানি স্পর্দ্ধা কোথায় পাব ভাই? আমার পরিচয় কাল তুমি পেয়েছো তো।"

"তুমি কিছু মনে করো না, তোমার ওপর অভিমানের আমার কোন কারণ ছিল না—তবু আমাকে দাঁড়িয়ে

থাক্‌তে দেখেও কথা না ক'য়ে তুমি চলে যাচ্ছ দেখে হঠাৎ কেমন একটু দুঃখু হয়েছিল"—হাসিয়া অনুপমা ঘটনাটাকে সহজ করিয়া দিতে চাহিল।

মিষ্টহাসি হাসিয়া কমলা বলিল—"অভিমানের কারণ না হয় একটু থাক্‌লোই, তা'তে তো মনে কর্‌বার কিছু নেই, সে তো ভাগ্যেরই কথা—তবু"—

"তবু?" কমলাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অনুপমা প্রশ্ন করিল।

কমলা। তবু বিধবা জেনেই যে তোমার কাছে আমি হঠাৎ আস্‌তে পারিনি এ কথা ঠিকই।

অনুপমা বিস্মিত-কৌতূহলে কমলার দিকে চাহিল।

হাসিয়া কমলা বলিল—"অবাক্ হবার কিছু নেই; অনেক জায়গায় ঠকেছি বলেই আমার ভয় ছিল পাছে তুমিও আমার অপরাধ সহ্য কর্‌তে না পারো।"

সে কি! অনুপমা জানিত সঙ্কোচ তাহার মত লোকেরই জন্য, কিন্তু যে-'অনুপমারা' আপনাদিগকে 'কমলায়' পরিণত করিয়াছে তাহাদেরও কি তবে 'অনুপমা'-ভীতি আছে নাকি? সে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠকেছো কি রকম, শুনি।"

কমলা বলিল—"বিয়ের পর কত উপলক্ষে কত

বাড়ীতেই গিয়েছি, কিন্তু কি সধবা কি বিধবা যা'রাই আগেকার ব্যাপার জেনেছে, এমনি এক রকম করে' আমার দিকে চেয়েছে, যেন আমি কোনো রকমের একটা অদ্ভুত জীব, চিড়িয়াখানায় নতুন দেখা দিয়েছি। সধবারা অবশ্য অনায়াসেই আদর করে' দলে টেনে নিয়েছে, কিন্তু অনেক বর্ষীয়সী বিধবার চোখে বিরক্তির ভাব আর সমবয়সীর চোখে কেমন একটা অসহ্য অবজ্ঞা লক্ষ্য করে এসেছি।"

"ও"—অনুপমা একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল; পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—"কিন্তু এত নিজেকে অপরাধী মনে হল কেন?

কুণ্ঠিত-হাস্যে কমলা বলিল—"না, তা' ঠিক্ হয় নি, তবে—"

"তবে, অনেক কাল ধরে' এদেশের লোক বিধবাদের কাছে থেকে যা' আশা করে' আস্‌ছে, তা' দিয়ে উঠ্‌তে না পারায় সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল, না?"—অনুপমা হাসিয়া উঠিল।

অশ্রুজলের আহ্বানে কমলার হৃদয় অনুপমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল—অনুমানের সত্যতা স্বীকার করিয়া সে বলিল—"কিন্তু সেটা কি ভাই দেশের অন্যায় আশা নয়? এ আশা যদি কেউ পূর্ণ করতে না পারে তবে কি তা'কে অপরাধী হ'তেই হবে?"

অনুপমার মুখ গম্ভীর হইল—"দেশের যে রকম বিধি-ব্যাভার, তা'তে তাদের আশাটা অন্যায়ই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে", —সে ধীরকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"অন্তত: কোন বড় আশাকে সফল ক'রে তোলবার জন্যে পাহারাওয়ালার 'খোরপোষ' জোগানো একেবারেই ছোটলোকের কাজ; অক্ষমতা স্বভাবের অসম্পূর্ণতা হ'তে পারে, কিন্তু অপরাধ নিশ্চয়ই নয়; তা' যদি হয়, তবে ঐ 'আশার' যারা পাণ্ডা, তাদের মধ্যেই অপরাধীর সংখ্যা বেশী বেরিয়ে পড়ে। দৌর্ব্বল্য নেই কার? দৌর্ব্বল্যের দাবী মেটাবার জন্যেই তো সংসারের দরকার—নইলে কিজন্যে মানুষ এখানে নানা রকম অধিকারের গণ্ডী তৈরী করেছে? না, না, সঙ্কুচিত হবার কিছুই নেই, তুমি যা' করেছো বেশ করেছো,"—একটু থামিয়া অনুপমা বলিল,—"এই দেখ না, একটু আগে তোমার সাম্‌নে আমি কেঁদে মলুম, এ যে হ'তেই হবে, মানুষ দুর্ব্বল বলেই মানুষ সংসারী, দৌর্ব্বল্যই যদি তা'র না থাক্‌বে তবে এখানে আসার কি দরকার ছিল তা'র?"

অনুপমা থামিয়া গেল এবং কমলা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। একটু আগে অনুপমার যে মূর্ত্তি সে দেখিতেছিল এ কি ঠিক্ সেই লোকটাই? সাধারণতঃ যে ভাবে মেয়েরা বলা কওয়া করিয়া থাকে, এ তো

ঠিক সে রকমের কথা নয়—একথার মধ্যে কেমন যেন একটা অনন্য সাধারণ চিন্তার ভাব মাখান আছে; মোটা-মুটি এক রকম বুঝলেও এ সকল কথার স্পষ্ট অর্থ কমলা ঠিক বুঝিল না, বলিল—"তুমি ভাই খুব পড়, না?

অজস্র-হাস্যের মধুর ধ্বনিতে কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া অনুপমা বলিল—"উঃ, মস্ত বড় পণ্ডিত আমি; দেখ্‌ছো না ঘরের চারিধারে কত বই সাজানো"—কয়েকটা গ্রন্থপূর্ণ আলমারী ও সেল্‌ফের দিকে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

"কমই বা কি,—এগুলো সব তুমি পড়েছো?"—বলিয়া কমলা ঘরখানির চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। বিবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্রে পরিপাটী করিয়া সাজানো এক খানি কক্ষ; একধারে মার্ব্বেল পাথরের একটী অর্দ্ধবৃত্তাকার টেবিল, তাহার তিনধারে তিনখানি চেয়ার সুদৃশ্য করিয়া রক্ষিত; চতুর্দ্দিকের দেওয়াল-গাত্রের সম্পূর্ণ পরিসর জুড়িয়া কয়েকটা কাঁচের আলমারী অসংখ্য ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক বুকে করিয়া সারবন্দীভাবে দণ্ডায়মান।

কমলার প্রশ্নে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়া অনুপমা সহাস্যে বলিল—"পাগল হয়েছো তুমি! ও-সব বাবার বই; তাঁর ঘরে মেলা লোকের যাতায়াত বলে' আমার কাছেই ওগুলো থাকে,—দরকার হ'লে তিনি হয় এইখানে এসে

পড়েন, না হয় চেয়ে নিয়ে যান। চাবী অবিশ্যি আমার কাছেই থাকে, আর এখানা সেখানা টেনেটুনে নিয়ে কখনও কখনও একটু আধটু যে না পড়ি তাও নয়।"

"তুমি ইংরাজি জানো ?"—কমলা জিজ্ঞাসা করিল।

"ভাল কি আর জানি ছাই—পড়্‌তে পারি, ঐ পর্য্যন্ত, বেশীরভাগই বুঝিনে। বাবা মাঝে মাঝে প'ড়ে শোনান অনেক বই বুঝিয়েও দেন।"

ডেপুটী-গৃহিণী এই সময় তাঁহার সপ্তম বর্ষ বয়স্ক শিশু-পুত্র কানাইকে সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং "হ্যাঁরে, ও অনু" বলিয়া ডাকিয়া কমলাকে দেখিতে পাওয়ায় বলিলেন—"এই যে, কমলাও এখানে; তোরা দু'জনে বসে বসে গল্প কচ্ছিস্‌, আর শৈলেন কানাইকে ডেকে কি জিজ্ঞেস্ করেছে শুনেছিস্ ?"

"কি ?"—অনুপমা মাতার দিকে চাহিল।

"শৈলেন-দা' আমাকে ডেকে—বুঝ্‌লি দিদি"—বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কানাই জানাইল—"কাণে কাণে জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিলেন, 'তোমাদের বাড়ীতে কেউ চা খায়না বুঝি' ; শুনেই আমি দৌড়ে বল্‌তে এসেছি।"

যেরূপ আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে অনুপমা

ভাবিয়াছিল,—কত বড় বড় কথাই না হইবে—বক্তব্যশেষে অত্যন্ত হাসিয়া সে বলিল—"তা' বেশ করেছিস্ বল্‌তে এসেছিস্, কিন্তু হাঁফাচ্ছিস্ যে এখনো ; কোথায় তোর শৈলেন দা' ?"

কানাই জানাইল যে তিনি রাস্তায়।

"যা—ডেকে নিয়ে আয় ; বল্‌গে চা হ'য়েছে।"

ডেপুটী-গৃহিণী বলিলেন—"আহা, বাছার চা খাওয়া অভ্যেস, তোদের একটু তো খোঁজখবরও নিতে হয়।"

অনুপমা হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা' কি করবো মা, যে লোক বাড়ী ছেড়ে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় চা'য়ের খোঁজ করে, তাঁর দুর্গতি তো একটু হবেই।"

"যাক্—নে বাছা, একটু চা' করে দে ; আমি এই ঘরেই তাকে পাঠিয়ে দিইগে" বলিয়া ডেপুটী-গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

"এঘরে আস্‌তেও তাঁর লজ্জা করতে পারে,—কমলা রয়েছে"—যাইতে যাইতে অনুপমার এই মন্তব্যটী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করায় অন্তরে অন্তরে পুলকিত হইয়া তিনি কৃত্রিম তিরস্কারের স্বরে বলিয়া গেলেন—"বড় ভাইকে ঠাট্টা!

ঘরের ভিতর হইতে কমলা ও অনুপমার তীক্ষ্ণ হাস্য ভাসিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ষ্টোভের উপর চায়ের জল গরম হইতেছিল এবং কমলার সহিত অনুপমার কথাবার্ত্তা এমন একটা স্বচ্ছন্দ আনন্দের ধারা কাটিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল যাহা দেখিয়া কেহই বলিতে পারিত না যে ক্ষণমাত্র পূর্ব্বেই ইহারা পরস্পরের নিকট প্রথম পরিচিত হইয়াছে।

এই তুচ্ছ চা-ঘটিত ব্যাপারটী হইতে যে সকল অনুরূপ দৃষ্টান্তের কাহিনী কমলার প্রেমোচ্ছ্বল বর্ণনার ভিতর দিয়া শৈলেন্দ্রের স্বভাবটাকে প্রকাশ করিতেছিল, অনুপমার মুগ্ধ কৌতূহল প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জাগাইয়া তাহাকে ছবির মত করিয়াই চক্ষের উপর দেখিতে লাগিল। কবে কোন দুর্ভিক্ষের সময় কাহাকেও কিছু না বলিয়া পাঁচ শত টাকা সহ শৈলেন অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল এবং রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মাতার তিরস্কারের উত্তরে অসংখ্য বিপন্নের দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে সজল-নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, কবে কোন্ বন্যার সময় কমলার গায়ের অনেকগুলি গহনা লইয়া তদ্বিনিময়ে

বহুবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ দিন রাত গ্রামে গ্রামে নৌকা লইয়া ফিরিয়াছিল এবং ফিরিয়া আসিয়া অলঙ্কারগুলির পরিণাম নিবেদনান্তে পত্নীকে ক্ষুব্ধ হইতে বারণ করিয়াছিল, সে সকল খবরও অনুপমার অজ্ঞাত রহিল না।

নিজের জন্য কোন কিছুর বিশেষ দাবী সাধ্যাতীত অথচ পরের ক্রন্দনে ঘরের সুখে মগ্ন থাকিতে অক্ষম, শৈলেন্দ্রের এই স্বভাবের পরিচয় অনুপমার ভিতর এমনি একটা উল্লাস জাগাইয়া তুলিল যে শৈলেন ঘরে ঢুকিবা-মাত্র তাহার সহিত স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে পারায় সে কোনোই বাধা দেখিতে পাইল না।

সহজ ভাবেই সে বলিয়া উঠিল—"আপনি চা খান তা' এই বৌদিদিকে দিয়েও জানিয়ে যেতে পারেন নি বুঝি ?"

হঠাৎ শৈলেন বিশ্বাসই করিতে পারিল না যে কথাটা অনুপমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, উহা এতই নিঃসঙ্কোচ ; কিন্তু ফিরিয়া চাহিতেই যখন সে দেখিল যে, দুটী বড় বড় চক্ষু কুণ্ঠাশূন্য সহজ দৃষ্টি মেলিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা অনুপমারই, তখন আর অবিশ্বাসের অবকাশই রহিল না—একলক্ষ্যেই তাহার চিত্ত যুবতীসম্ভাষণে যুবকের প্রথম-সঙ্কোচ-সীমা পার হইয়া আসিল এবং প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে সে বলিল—

"জানিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলে উনি নিজেই জানাতে পারতেন ; আমার অভ্যাস ওঁর অজানা ছিল না।"

"বাঃ, আমি জানাতে যাবো কেন"—মৃদু গুঞ্জনে কমলা অনুপমার কাণে কাণে বলিল—"এটা ওঁর আত্মীয়ের বাড়ী বেশী না আমার বেশী বল তো ভাই ?"

"শুনলেন ? ওকে দায়ী করবার চেষ্টা মিছে ; সত্যিই তো, কোন বাড়ীকে আপনি পরের বাড়ী মনে করেন না করেন তা' উনি কেমন করে' বুঝবেন। খোকা এসে না বললে আপনার তো খুবই কষ্ট হ'ত দেখছি"—অনুপমার স্বর সুনিশ্চিত অভিমানে ভরা।

মনে মনে আনন্দাবিদ্ধ হইয়া অপ্রতিভহাস্যে শৈলেন বলিতে যাইতেছিল—"না কষ্ট আর কি…আমার তেমন অভ্যেস …ও বিশেষ…" কিন্তু ঐ ভাঙা ভাঙা মুখের কথা-গুলি কাড়িয়া লইয়া কমলার মৃদুকণ্ঠ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—"না, অভ্যেস নেই বৈকি ; একদিন—"

"থামো থামো"—কৃত্রিম বিরক্তি-তর্জ্জনে বাধা দিতে গিয়া শৈলেন হাসিয়া ফেলিল, পরক্ষণেই স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আমাকে অপ্রস্তুত করতে পারলে তোমার ভারী আমোদ হয়, না ?"

ইহার পর হাস্য সম্বরণ করা অনুপমার পক্ষেও সহজ

রহিল না এবং কমলা মাঝখানে থাকায় শৈলেনের সহিত তাহার মুখোমুখী কথাবার্ত্তা এতই অনায়াস হইয়া গেল যে এখানে সঙ্কোচ জাগিবার মত কিছু আছে বলিয়াই আর তাহার মনে হইল না।

বস্তুতঃ, শৈলেন ও কমলা যে দু'দিন ছিল, সে দু'দিন অনুপমার কথায়, কাজে, কর্ম্মে, সেবায়, যত্নে, এমনি একটা প্রফুল্লতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল যাহাতে ডেপুটি-গৃহিণীর তৃপ্ত হইতে বিলম্ব হয় নাই এবং কতদিনে ঐ প্রফুল্লতাটুকুকে পরিণয়-মঙ্গলের ভিতর স্থায়ী করিয়া দিতে পারা যাইবে সে বিষয়েও তাঁহাকে ব্যগ্র করিয়া তুলিয়াছিল।

বাড়ীর বড়বধূ জ্ঞানদাসুন্দরী ও মেজবৌ লীলাও অনুপমার ঐ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে তাহাদের ভিতর কানাঘুঁষাও যে না চলিয়াছিল এমন নহে; কিন্তু সে-কানাঘুঁষার ফল দেখিবার পূর্ব্বে অনুপমার সহিত তাঁহাদের চিত্তগত সম্পর্কটার সহিত পরিচিত হইলে মন্দ হইবে না।

লীলার লেখাপড়ার একটা খ্যাতি ছিল—কিন্তু সে মনে মনে বুঝিত যে অনুপমার অখ্যাত শিক্ষার শক্তিই তাহার খ্যাতি অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী প্রবল। অনুপমার তুলনায়

নিজেকে হীন বলিয়া বুঝিত বলিয়াই সে কল্পনা করিয়া লইয়াছিল যে অনুপমা তাহাকে কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকে, কেননা অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিতাদের সম্বন্ধে তাহার নিজের মনোভাব যেরূপ ছিল তাহার অন্য কোনরূপ ধারণা করা তাহার পক্ষে সম্ভবই ছিল না। এই কল্পনা অনুপমার প্রতি গর্ব্বী লীলার ব্যবহারকে যথেষ্টই রুক্ষ করিয়া তুলিয়াছিল।

বড় বৌ দরিদ্রঘরের কন্যা লেখাপড়ারও ধার ধারিতেন না, এমন কি প্রথম প্রথম অনুপমাকে ভালই বাসিতেন,—তথাপি নিজের মার্জ্জিত বুদ্ধির জন্যই যে তাঁহারও নিকট বেচারী শেষটা বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার ভিতরকার কারণ একটু অন্যরূপ। এ কারণকে কতকটা মহৎই বলিতে হইবে কেননা ইহা স্বামি-ভক্তিমূলক। ব্যাপারটা এই—

অনুপমার জ্যেষ্ঠ সহোদর হরগোপাল কোন এক প্রতিবেশীছাত্র কর্ত্তৃক কি একটা পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে ভুল বুঝাইতেছে শুনিয়া অনুপমা নাকি তাহা সংশোধন করিয়া দেয় এবং জগৎপ্রসন্নবাবু দূর হইতে ব্যাপারটা শুনিতে পাইয়া এমনি এক রকম করিয়া পুত্রের দিকে চান যাহার অর্থ যথেষ্টই স্পষ্ট। ইহাতে

হরগোপাল নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করে এবং ভগ্নীকেই উক্ত অপমানের কারণ জানিয়া মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া উঠে।

নিজে তিনবার এফ-এ ফেল করিয়াও দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা ছাত্রের প্রশ্নোত্তর দিতে পারিল না অথচ অনুপমা বাড়ীতে পড়িয়া অনায়াসেই তাহাকে সন্তোষজনক উত্তর দিয়া গেল, কনিষ্ঠা ভগ্নীর এতবড় অপরাধ জ্যেষ্ঠভ্রাতা আজ পর্য্যন্ত মার্জ্জনা করিতে পারেন নাই—এ অবস্থায় তাঁহার পত্নীই বা কেমন করিয়া পারেন? তাঁহারা দুজনেই মনে মনে জানিতেন যে বড়ভাইকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যেই ওরূপ কার্য্য করা হইয়াছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার স্বাভাবিক আনন্দে না বুঝিয়াই অনুপমা তাহা করিয়া ফেলিয়াছিল এবং মুহূর্ত্তপরেই আপনার ত্রুটী বুঝিতে পারায় আত্মধিক্কারে ও লজ্জায় মাটীতে মিশাইতে চাহিয়াছিল। জ্যেষ্ঠের বিরক্তি-কারণ বুঝিতে পারার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এ সংসারে সে এতই সাবধানে চলিয়া আসিতেছে যে কোনোকালে সে কিছু শিখিয়াছে বা ভাবিয়াছে বলিয়াও আর সহসা বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু হায়, এত করিয়াও ভ্রাতা বা ভ্রাতৃবধূর মন হইতে আপনার অপরাধের আগুন সে নিভাইতে পারিল কৈ!

শৈলেন ও কমলা যেদিন চলিয়া গেল সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে লীলার ঘরের ভিতর হইতে বড়বধূ অনুপমাকে ডাকিলেন এবং সে বৌদিদিদ্বয়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব মৃদুতা ঢালিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—"বল্‌লে তুমি হয় তো রাগ করবে ভাই, কিন্তু না বলেও তো আর পারা যায় না; আর বলিই বা কবে কি? মার মুখভার, তোমার মনভার—এসব দেখে শুনে ভাল কথা একরকম ছেড়েই দিয়েছি; ভাবি দূর হোক্‌গে মরুক্‌গে ছাই, আমরা কেন পরের ভাল ভাব্‌তে গিয়ে দোষী হয়ে মরি—"

ভূমিকার ভঙ্গী দেখিয়াই অনুপমার মুখ শুকাইয়া আসিয়াছিল, শঙ্কিত-বিস্ময়ে সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বড় বৌদি?"

"হবে আর কি"—গৃহিণীপণার স্বরে বড়বধূ বলিলেন—"তবে গেরস্থঘরের বিধবা মানুষকে একটু বুঝে সুজে চল্‌তে দেখ্‌লেই লোকে ভাল বলে। এই যে কয়দিন ধরে শৈলেনবাবুকে—"

অনুপমার বুকের ভিতর কে যেন চাবুক মারিল; বিবর্ণমুখে সে বলিল—"শৈলেনবাবুর সম্বন্ধে আমার অন্যায়টা কি হয়েছে?"

"এই দেখ"—বড় বৌ বলিলেন—"এখনি তোমার মুখ ভার হয়ে উঠ্‌লো, এতে আর বল্‌বো কি করে! কিন্তু এতো রাগের কথা নয় ভাই,—এই যে তাঁকে দু'বেলা ঘরে বসিয়ে চা' খাওয়ানো, তাঁর সঙ্গে হাসি কথা, এসব কি ভাল লক্ষণ?"

লীলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"হঁ্যা, এতই বা কিরে বাপু! কিন্তু ওঁরই বা একার দোষ কি, মা-ই তো আদর দিয়ে দিয়ে—"

"থাক, যথেষ্ট"—অনুপমা একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিল—"কিন্তু এতে অপরাধটা কি হয়েছে শুনি। দু'দিনের জন্যে তিনি এসেছেন; আসা যাওয়া না থাক্‌লেও তিনি আত্মীয়; তোমরা বউ মানুষ, সাম্‌নে বেরুবে না এ-অবস্থায় আমি, বাড়ীর মেয়ে—আমি না যত্ন কর্‌লে কে কর্‌বে বল্‌তে পার? কথা কওয়া? কেন, তা'তে লজ্জাটা কিসের? তাঁর মতন মানুষ—"

"ও, তিনি খুব ভাল মানুষ বুঝি? তবে তো লজ্জা না থাক্‌বারই কথা"—শ্লেষের হাসি হাসিয়া লীলা বলিল—"কিন্তু, না বলে থাক্‌তে পারছি নে, তিনি ভাল মানুষ কি মন্দ মানুষ তা' যাচাই করবার কি এমন মাথাব্যথা তোমার পড়ে গিয়েছিল?"

বড় বৌ যোগ করিলেন—"বামুনের ঘরের বিধবা তুমি, হাজার হোক সোমত্ত বয়স ?"

অন্য সময় হইলে অনুপমা এত বড় আঘাতের পর নিরুত্তরে কাঁদিয়াই ফিরিত ; আজ সে উত্তর করিল, যদিও সে উত্তর যথেষ্ট পরিমাণেই অশ্রু-আর্দ্র ! সে বলিল—"বিধবার কি কিছুই করতে নেই বৌদি ? মনের সহজ সুখ, যেখানে কুণ্ঠার কথা মনেও আসে না, সেখানেও দাঁড়াবার অধিকার কি সে হারিয়েছে ?"

অনুপমার স্বরে এতটা বেদনা প্রকাশ পাইল যে বড়বধূর মন বিনা চেষ্টাতেই নরম হইয়া আসিল ; তিনি বলিলেন—"কি জানো ভাই, লোকে নিন্দে করলে সেটা আমাদেরই নিন্দে ; সুখেরই যদি অধিকার থাক্‌বে তবে আর 'বিধবা' বলেছে কেন ?"

মেজবৌ কিন্তু কথাটাকে অত সস্তায় শেষ করিয়া দিতে পারিলেন না ; তিনি বেশ ঝাঁজালো কণ্ঠেই বলিয়া উঠিলেন—"লজ্জার কথা মনে আসে না এই বা কি রকম নির্লজ্জার কথা ঠাকুরঝি ! যতই আত্মীয় হোন্ না কেন, তবু প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর সঙ্গে হাসি, ঠাট্টা, তাঁর কাছে নিজের বিদ্যেবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া, তাঁকে ভাল মানুষ বলে চিনে ফেলা—এতে কি বোঝায় ?"

অনুপমার বর্ষণোদ্যত নেত্রদ্বয় অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল, তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় লীলার দিকে চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্রোহী-চিত্তের সমস্ত তেজ, উক্তির ভিতর উচ্ছ্বসিত করিয়া দিয়া, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"এতে বোঝায় এই যে তিনি আমার মনের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছেন। আর কিছু শুন্‌তে চাও? তাঁর বেদনাবোধ, তাঁর করুণা, তাঁর মহৎ অন্তঃকরণ আমারই মতন একটী বিধবাকে তোমাদের মতন লোকের নিত্য-নির্যাতনের হাত থেকে চিরদিনের জন্য রক্ষা করেছে; আরো শুন্‌বে? মা আমাকে আবার পাত্রস্থ কর্‌বেন স্থির করেছেন, আর তিনিই এই পাত্র খুঁজে দেবার ভার নিয়েছেন,—এজন্য স্বভাবতঃই আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এখন বল, তোমার কি বলবার আছে?"

চিরদিন প্রস্রবণ বহাইয়া চলাই যে-পর্ব্বতের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল তাহার মাঝখান হইতে আচম্বিতে একি অগ্ন্যুৎপাত! বড়বৌ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—লীলা নিদারুণ বিস্ময়ভরে অনুপমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"কৈ, আর কোন কথা কইছ না যে? বল, এ ছাড়া আর কিছু বোঝায় কি?"

বিস্ময়ের ভাবটা কতক কাটিয়া আসিলে বড়বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কমলা কি শৈলেন বাবুর বিধবা বিয়ের স্ত্রী ?"

অনুপমা হাসিয়া বলিল—"যা' বলেছি তা'তে মানেটা ঐ রকমই দাঁড়াচ্ছে না ?"

"না, না, তুই ঠাট্টা কচ্ছিস্।" বড় বধূর স্বর একেবারেই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

"ঠাট্টার সম্পর্ক বটে, কিন্তু তার অধিকার কখনও তো দাওনি বড়বৌদি"—অনুপমা অত্যন্ত সহজ হাসি হাসিল।

"মা কি সত্যি সত্যিই তোর বিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন নাকি ?"

"বিশ্বাস না হয়, মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ গে।"

"তুই বিয়ে কর্‌বি ?"

"তুমি কি পরামর্শ দাও ? তোমাদের ভয়ের কারণ হ'য়ে থাকার চেয়ে একেবারে নির্ভাবনা করে দেওয়াই কি ভাল নয় ? কেন, মন্দ কি,—আমি তো এতে দোষ কিছুই দেখ্‌ছি নে !" "যাঃ"—এরূপ একটা সম্ভাবনাকে বড়বৌ বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না; সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

লীলা এতক্ষণ একটীও কথা কহে নাই,—সে এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে মাঝখানে এতগুলো কথা

যে হইয়া গেল তাহাও বোধ হয় ঠিক শুনিতে পায় নাই। বড়বৌকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল; তিক্তস্বরে সে বলিল—"ঘটকালীর জন্যে কৃতজ্ঞ, একথা বল্‌তে তোমার লজ্জা হ'ল না?

নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে অনুপমা উত্তর করিল—"লজ্জা যে আমার স্বভাবে খুবই কম এ জ্ঞান তো তোমারই কাছ থেকে বার বার পেয়েছি।"

"বিয়ে করতে তা' হলে তোমার ইচ্ছে আছে?"

"এ বয়সে অনিচ্ছা থাকাটা স্বভাব-বিরুদ্ধ বলেই তো শুনে আস্‌ছি।"

"কিন্তু যে বিধবা—"

"তা'র স্বভাব বদ্‌লে যায় এমন কোন প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।"

"বৈধব্য সমাজের একটা খুব বড় রকমের আদর্শ, তা' জানো!"

"খুব জানি; কিন্তু এ নিষ্ফল আদর্শ যোগাবার কোন দরকার দেখ্‌ছি নে যখন নাকি সমাজের পুরুষ শক্তির ধারাটা এ আদর্শে আজ পর্য্যন্ত পুষ্ট হয়ে উঠ্‌লো না।"

"অর্থাৎ তুমি বিয়ে করবে?"

"এর মধ্যে অসম্ভব কিছু আছে কি?"

না, লীলা ইহার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, সে বড় ঘরের মেয়ে কলিকাতাতেই তাহার পিত্রালয়,—বিধবা-বিবাহে যে কোনো দিকে আরম্ভ হইয়াছে, একথাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এই অনুপমার যে অনায়াসেই তাহাদের অভিযোগ-অনুযোগ-উপদেশ-পরামর্শের অতীত হইয়া যাইবে, এমন কি তাহাদের ভ্রূকুটী বা অবজ্ঞাকে ভবিষ্যতে হয় তো গ্রাহ্যই করিবে না, এই বা কেমন বিসদৃশ! অভিযোগ-আপত্তি অতঃপর আর কাজে লাগিতে না-ও পারে, এতবড় আপত্তিকর বিষয় আর কি হইতে পারে? লীলা মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল —"চোট্‌পাট্ জবাব কর্‌তেও তো আর মুখে বাধ্‌ছে না দেখ্‌ছি; এ স্বভাবটা তো এতদিন ছিল না! মানুষ যখন মরে তখন কি এম্‌নি করেই মরে?"

সকৌতুক-হাস্যে অনুপমা বলিল, "মৃত্যুলক্ষণ যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে সবিনয়ে মেনে নেওয়াই ভাল যে প্রণালীটা এই রকমই;—কিন্তু থাক্ মেজবৌদি, অনর্থক তর্ক করে' আর তোমার রাগ বাড়াতে চাইনে। অনেক দিনথেকে অনেক সহ্য করে আস্‌ছি, আজ কতকটা ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম, কিছু মনে ক'রো না।" অনুপমা চলিয়া গেল, রুদ্ধ-আক্রোশে লীলা তাহার গমন পথপানে চাহিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জগৎবাবুর স্ত্রী শৈলেনকে প্রায়ই পত্র লিখিয়া থাকেন, তাহার সকলগুলিতেই এক প্রশ্ন 'কতদূর কি করিলে?'

আজও বড় একটা কিছুই সে করিয়া উঠিতে পারে নাই তবে তাহার পক্ষ হইতে চেষ্টার যে ত্রুটী হইতেছে না একথা জানাইবার জন্য দু'তিন বার মুর্শিদাবাদ ঘুরিয়া গিয়াছে এবং এই পরিবারটার ভিতর আপনার মার্জ্জিত-মধুর চরিত্রগুণে খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। মুর্শিদাবাদে বদলী হইয়া পর্য্যন্ত জগৎপ্রসন্নবাবু কর্ম্মস্থলে একাই থাকিতেন, এবার সপরিবারেই আসিয়াছেন এবং শিশুপুত্রদ্বয়ের সহিত অনুপমাকেও লইয়া আসিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় বনগ্রামেই কাজকর্ম্ম করে সুতরাং সপরিবারে বাড়ীতেই আছে।

বারংবার দেখাসাক্ষাতে শৈলেন-সম্বন্ধে অনুপমার ব্যবহার এখন সম্পূর্ণ ই নিঃসঙ্কোচ; কমলার বিষয় লইয়া এমন অনেক সরল ও স্বচ্ছন্দ প্রশ্ন সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে যাহা অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্যের ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসা করা চলে,—অথচ সে-সকল প্রশ্নে শিক্ষার শীলতা বা রুচির পবিত্রতা কখনই সীমা অতিক্রম করে নাই। শৈলেনকে দেখিলে অনুপমা

যে খুবই সুখী হয়, তাহার আদরে যত্নে এবং চোখেমুখের সানন্দ শ্রদ্ধার ভাবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারে—তথাপি এ শ্রদ্ধা এতই কুণ্ঠাশূন্য যে শৈলেনের কাছে তাহা কতকটা বিস্ময়করই মনে হয়। সে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছে যে তাহার প্রতি অনুপমার ব্যবহারে এই একটি বিশেষত্ব প্রকাশ পায় যে, তাহার নিকটে সে যেন অনেকখানি কৃতজ্ঞ, এমন কি অনেক কিছুরই প্রত্যাশী। এ পক্ষের সহিত শৈলেনের পরিচয়টাই যখন ঘটকালীর দায়িত্বকে ভিত্তি করিয়া, তখন ঐ প্রত্যাশাটা যে কিসের অথবা কৃতজ্ঞতাই বা কি জন্য তাহা অনুমান করা কঠিন হইবার কথা নয়,—কিন্তু অনুপমার ঐ কুণ্ঠাহীন ব্যবহারের ভিতর এমন দুর্ব্বোধ-কিছু একটার আভাস পাওয়া যাইতেছিল যাহাতে শৈলেন কোনমতেই ঐ সহজ সিদ্ধান্তটাতে নিঃসংশয়ে পৌঁছিতে পারিতেছিল না।

অথচ বিধবা-বিবাহে যে, তাহার আন্তরিক অনুমোদন আছে একথা কমলার মুখে শৈলেন ভাল করিয়াই শুনিয়াছিল এবং এমন কোনো প্রমাণও পায় নাই যাহাতে বর্ত্তমানের এই পাত্র-অন্বেষণ কার্য্যে তাহার অনিচ্ছা বা অনভিমত বুঝিতে পারা যায়।

অবস্থা যখন এইরূপ অনিশ্চিত, তখন অগত্যা শৈলেন

ধরিয়া লইয়াছিল যে পরিণয় স্পৃহার ঐকান্তিকতাকে কুণ্ঠা দিয়া চাপিয়া চলিবার অসারতাই হয়তো এ চরিত্রটীতে নাই এবং মনকে সে এই বলিয়াই প্রবোধ দিতেছিল যে পরিণীত করিবার চেষ্টা তাহার অঙ্গীকৃত দায়িত্বের দ্বারে দিবারাত্রই জাগিয়া আছে।

এমনি করিয়া কয়েকমাস কাটিয়া যাইবার পর কটক হইতে শৈলেন পত্র পাইল; পত্রখানি কোনো বন্ধুকে লিখিত পত্রের উত্তর। অন্যান্য কথার ভিতরে একস্থানে লেখা আছে—"মন্মথ বাগ্‌চি নামে আমার এক নূতন বন্ধু জুটিয়াছেন; বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ,—বিলাত ফেরত—ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া অল্পদিন হইল দেশে ফিরিয়াছেন। স্বভাব চরিত্র খুবই ভাল, দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী, প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া দেখিয়াছি, পছন্দ হইলে অমত নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এক দিন কাছারি হইতে ফিরিয়া জগৎপ্রসন্নবাবু স্ত্রীকে জানাইলেন,—"কাল শৈলেন এখানে আস্‌ছে; পাত্র একটি সন্ধান করেছে দেখ্‌ছি' তিনি সঙ্গেই আস্‌ছেন। পাত্রের পরিচয় তো ভালই দেখা যাচ্ছে, এখন দেখ তোমার মেয়ের বরাত।"

শৈলেনের পত্র স্বচক্ষে পাঠ করিয়া ডেপুটী-গৃহিণী অঞ্চল-

প্রান্তে আনন্দাশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন—আহা, শৈলেন দীর্ঘজীবী হইয়া থাক, অনুপমার যোগ্য পাত্রই সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে !

অনুপমার কাছে যখন শৈলেনের পত্র পৌঁছিল তখন সে ছোট ভাই দুটীকে পড়া বলিয়া দিতেছিল। চিঠি হাতে দিয়া ডেপুটী-গৃহিণী বলিলেন—"কাল শৈলেনের সঙ্গে তা'র এক বন্ধু তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌ছেন।" মেয়েকে লজ্জা দিবার জন্য এমন কথাটা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকারই ছিল না, কারণ খবর জানাইবার উদ্দেশ্যে চিঠিখানিই যথেষ্ট,—কিন্তু মাতা যেন আর আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। এ সংবাদ শুনিয়া কন্যার লজ্জামাধুর্য্য তাহার মুখখানিতে যে কত সুন্দর মানাইতে পারে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবার লোভ কোনোমতেই আজ তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

মাতার সাধ যে অপূর্ণ রহিল তাহা নয়,—সত্য সত্যই একটা চকিত-রক্তিমার আভায় অনুপমার যুগল-কপোল আরক্তিম হইয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তেই সে জননীর দিকে বিস্ময়ভরা চোখ তুলিয়া আরক্ত-গম্ভীর-মুখে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—"না না, সে আমি পার্‌বো না মা! এ কি অন্যায় কথা,—না, সে হতে পারে না!"

প্রাণের ভিতর পুলকের প্লাবন লইয়া মাতা হাসিয়া কাঁদিয়া বাহির হইয়া গেলেন—তাঁহার সেই অশ্রু-গাঢ় হাস্যটুকুর আড়ালে বসিয়া বাৎসল্য-ভরা মাতৃহৃদয় মনে মনে বলিয়া গেল—পার্‌বি নে কি হতভাগি! বিধাতার অন্যায় সইছিস্‌ আর মায়ের অন্যায় সইতে পার্‌বিনে, এও কি একটা কথা!”

নিস্তব্ধ নিশীথে একলা ঘরে বসিয়া যুবতী শৈলেনের পত্রখানি খুলিল,—কিন্তু এ কি, সে অমন করিয়া শিহরিয়া উঠিল কেন?···

বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার!—কে রে এ ব্যারিষ্টার, কে?

আসিয়াছে কি তবে সাগর-পারের প্রবাসী সত্য সত্যই কি ফিরিয়া আসিয়াছে? যে অজ্ঞাত-কারণে কোনোমতেই অনুপমার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই যে বিবাহ তাহার প্রার্থনীয় নয়, যে জন্য মন বারংবার বলিতে চাহিয়াছে ‘ওগো, তোমরা সম্বন্ধ দেখিও না, এখনও আমার আশার বাতি নিভিয়া যায় নাই’ তথাপি মুখের ভাষায় সুদূর চিত্তপুরীর এই সুগোপন সংবাদটাকে প্রকাশ করিতে পারে নাই—সেই কারণে সেই সংবাদের সুনিশ্চিত অর্থটাকে আপনার আবির্ভাবের আলোকে স্বচ্ছ করিয়া দিতে সত্যই কি তুমি আসিয়াছ?

কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল এই লুকোচুরির? বুঝিয়াছি, —পরীক্ষা, অনুপমার চিত্ত-পরীক্ষা করিতে চাও? বেশ, লও পরীক্ষা,—দেখ, সে প্রস্তুত আছে কি না।

কি নাম জানাইয়াছ? মন্মথ বাগ্‌চী?—সুনিশ্চয় ছদ্ম-নাম! এ চাতুরী তোমার চলিবে না বন্ধু! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই অনুপমা এই ছদ্মনামের আবরণ ভাঙিয়া তোমাকে সর্ব্বসমক্ষে টানিয়া বাহির করিবে! কোথায় কাহার কাছে তুমি আত্মগোপন করিতে চাও?

ভ্রান্তি?—অনুপমা অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। এও নাকি আবার ভ্রান্তি হয়! ভ্রান্তিই যদি হইবে তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে আজও অলঙ্কার ঝরিয়া পড়ে নাই কেন? বিকশিত পদ্মপুষ্পের মত তাহার অঙ্গখানি ভরিয়া এত লাবণ্য-সৌরভ কাহার জন্য? ভ্রান্তিই যদি হইবে, তবে শত শত হিন্দুবিধবার মাঝখান হইতে বিশেষভাবে তাহারই পুনঃ পরিণয় চেষ্টা জাগাইয়াও, একটা "যদির" অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত-শিখর কি জন্য ভাগ্যবিধাতা তাহার মনের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়াছেন?—কেন সে বারংবার ভাবিয়াছে 'যদি সে ফিরিয়া আসে?'

তাহার পর অকস্মাৎ এ কি সংবাদ আজ? সেই 'বিলাত-ফেরত'—সেই 'ব্যারিষ্টার'! কিন্তু এতদিনকার

এই নিরতিশয় নিষ্ঠুরতার কি কৈফিয়ৎ তুমি দিবে শুনি? আছে,—অবশ্যই এমন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তোমার ভাণ্ডারে আছে যাহা শুনিয়া অনুপমার সমস্ত নালিশ, সমস্ত অভিমান চক্ষের নিমেষেই তোমার চরণ-তল ধৌত করা আঁখিবারি-বন্যায় নিরুদ্দেশে ভাসিয়া যাইবে! না, না, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—এ তুমি, এ তুমি, এ নিশ্চয়ই 'সেই-তুমি!' ...যুবতীর দু'খানি চক্ষে শতধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

অত্যধিক উত্তেজনায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনুপমা ঘুমাইতে পারিল না। কখন যে চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিয়াছিল, কতরাত্রে যে তাহার উত্তেজিত মস্তিষ্কের উপর ঘুমের ঘোর নামিয়া আসিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই কিন্তু সে যখন স্বপ্নের মাঝখানে লজ্জায় হাসিতে হাসিতে আপনারই হাস্য শব্দে চমকিয়া উঠিল, তখন আকাশের কোল হইতে শুকতারার ক্ষীণায়মান শেষ দীপ্তিটুকুও ধীরে ধীরে নিভাইয়া যাইতেছে।

যে স্বপ্নটী সে দেখিতেছিল তাহা অত্যাশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব!—যেন তাহার শিয়রের পাশে কে একজন ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল—সূর্য্যমণ্ডলের কেন্দ্রভেদী এক বিচিত্রবর্ণ রশ্মিবর্ত্ম বাহিয়া। দ্বার রুদ্ধ ছিল, তথাপি তাহার প্রবেশে বিন্দুমাত্র বাধা ঘটিল না; ঘরের ছাদ কেমন যেন দেখিতে

দেখিতে নীলিমায় মিলাইয়া গিয়া তাহার পথ করিয়া দিল—যেখানে ছাদের আলো ছিল তাহা সরাইয়া দিয়া নক্ষত্রের দল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অনুপমা তাহাকে দেখিয়া চিনিল,—জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় ছিলে এতদিন ?" উত্তর আসিল "সমুদ্রের উর্ম্মিলীলায়।" প্রশ্ন—"ডুবে গিয়েছিলে না ?" মধুর উত্তর আসিল—"হঁ্যা, তোমার ঐ রূপের মাঝখানে।" প্রশ্ন—"আমার রূপ না তোমার নিজের ?" উত্তর—"নিজের রূপ কোনো কালেই ছিল না, নেইও !" অনুপমা হাসিয়া বলিল—"ইস্, ভারি বিনয় যে !" আগন্তুক সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"কেঁদেছিলে কেন ?" অনুপমা জানাইল—"তুমি কাঁদিয়েছিলে বলে।" সান্ত্বনার স্বরে উত্তর হইল—"আর কেঁদো না, আমি এসেছি।" সাভিমানে অনুপমা বলিল—"নাম ভাঁড়িয়েছো কেন ?" হাসিতে হাসিতে আগন্তুক বলিল—"নামও তোমার, রূপও তোমার, তুমি না থাক্‌লে আমায় চেনে কে, আমিই বা নিজেকে যাচাই করি কার কাছে !" —"থাক্, থাক্ আর অত আদরে কাজ নেই"—লজ্জায় অনুপমার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং আগন্তুক তাহার দু'খানি রক্ত-অধরপুটে চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দিতে আসিতেছেন দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণের জন্য খাট বিছানা ঘর দ্বার প্রভৃতির যেন কোনো অর্থই রহিল না,—অনুপমা বিহ্বল-বিস্ময়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। কে সে, কোথায় শুইয়া আছে, কে আসিয়াছিল, কোনখানে লুকাইল, তাহা তাহার সুপ্তোত্থিত অস্তিত্বের মাঝখানে হঠাৎ যেন প্রহেলিকার মতই মনে হইল। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া অন্বেষুদৃষ্টিতে সে আশে পাশে চাহিয়া দেখিল,—কিন্তু কৈ, কেহই তো নাই!—দেওয়ালের দিক হইতে শুধু ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে এবং জানালার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের আলো আভাময় হইয়া উঠিয়াছে।

জাগরণের বুকের উপর স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যের আনন্দ-তরঙ্গ লইয়া অনুপমা জানালা খুলিয়া দিল। বিশ্বভুবন সবেমাত্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, পূর্ব্বাকাশের রেখায় রেখায় রক্তিমাভা, গাছপালাগুলি তাহার রক্ত-জলে পুণ্য-স্নান সারিয়া তিমির বসন ছাড়িয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে; অনুপমা তাহার বিভোর দৃষ্টির অপরিসীম মুগ্ধতা দিয়া এই আনন্দ লোকটাকে আচ্ছন্ন করিতে চাহিল।

এ যে আজ চতুর্দ্দিক হইতে সুমঙ্গলের অনুকূল আভাস! ভোরের স্বপ্নটা পর্য্যন্ত যে অসংশয় সত্যের নির্দ্দেশে যুবতীকে

আশার স্বর্গে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে! এই যে উষা-পদ্মের পুষ্পকোরকটা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আকাশের বর্ণ-পরিবর্ত্তনে হিল্লোলিত হইয়া কল-কণ্ঠ কোটী কোটী বিহঙ্গের আনন্দ-সঙ্গীতের মাঝখানে প্রভাতের আলোক শতদলে ফুটিয়া পড়িতেছে, ঠিক এমনি করিয়াই কি আজ দীর্ঘ-প্রতীক্ষার রজনীশেষে অনুপমারও হৃদয়-মুকুল তাহার প্রাতঃসূর্য্যের পানে পরিমল-মাখা পাপড়িগুলির অজস্র-বিকাশে ফুটিয়া উঠিবে না?

যুবতীর আশার আনন্দ হাসিয়া বলিল—"অবশ্যই উঠিবে," এবং সঙ্গে সঙ্গেই দেউড়ী হইতে গৃহিণীর উদ্দেশে রামা চাকর হাঁকিল—"মায়িজি, বাবুলোক আ'গিয়া।"

"আ গিয়া!"—কোথায় রে কোথায়? বাহির-বাড়ীতে না অনুপমার বুকের ভিতরে? যুবতীর বিকম্পিত বক্ষ দুরু দুরু করিয়া উঠিল; ঘরে কেহই ছিল না, তথাপি আকাশভাঙা মহালজ্জায় আপনার নিকটেই সে রাঙা হইয়া গেল।

অভ্যর্থনার জন্য ডেপুটীবাবু নিজেই বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং মাতার আহ্বানে চমকিত হইয়া অনুপমা যখন বাহিরে আসিল তখন তাহার বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনে গৃহিণী এমন একটা উদ্বিগ্নভাব লক্ষ্য করিলেন যাহাতে

তাঁহার মন ভিতরে ভিতরে বলিতে চাহিল—"তবে রে পোড়াকপালি, কাল না বলেছিলি 'দেখা কর্ত্তে পার্‌বো না'; হাজার হোক আমি তোর মা।"

জগৎপ্রসন্নবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"ওগো, নাও, মেয়ে-দেখানো-টেকানো এই বেলাই সেরে নাও। মন্মথর নাকি আজকেই বিকেলের গাড়ীতে ফির্‌তে হবে, জরুরী কেস্ হাতে, থাক্‌বার জো নেই। হ্যাঁ, শৈলেনের পছন্দ আছে বটে, দিব্যি ছেলে, খাসা ছেলে"—বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন।

অনুপমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন দমিয়া গেল। তবে কি এ অন্য কেহ? ভোরের স্বপ্নও কি তবে প্রতারক? কৈ, পিতা তো·· কিন্তু না, তিনি হয় তো ঠিক চিনিতে পারেন নাই! আশ্চর্য্য কি, এমন হইতে পারে না? যদি—যদি—না, না, অনুপমা আশা ছাড়িতে চাহে না, পারে না,—সে নিজে দেখিবে, এত সহজে সর্ব্বনাশের মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিবে না! হইতেই হইবে—এ তিনি; নতুবা হতভাগিনীর এতদিনকার ব্যবহার যে প্রহসনই হইয়া দাঁড়ায়, সমস্ত ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার হইয়া যায়!

মাতা বলিলেন—"তা' হলে নে মা! ওঁর ঘরেই শৈলেনদের না হয় ডেকে পাঠাই; ঐখানেই দেখাশুনো হবে'খন।

ওকে নিয়ে যেতে বল্‌বো, না আমার সঙ্গে যাবি ?—আচ্ছা, সে যা' হয় হবে, এখন কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে নে !"

"মা, আমি কচি খুকীটী নই যে সেজেগুজে রূপ দেখাতে যেতে হবে, তা'ছাড়া"—কন্যার গণ্ডযুগল এইখানে আরক্তিম হইয়া উঠিল—"তোমাদের সাম্‌নেও আমি দেখা কর্‌তে পার্ব্ব না।"

"তো' বেশ"—যুক্তির সারবত্তাটা মনে মনে অনুমোদন করিয়া মাতা বলিলেন—"তোর ঘরেই না হয় শৈলেন তা'কে নিয়ে আসুক ·ওরে ও কানাই, যা' দেখি তোর শৈলেন দা'কে বলে' আয়।"

হুকুম পাইবামাত্র কানাই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু অনুপমা বলিল—"শৈলেন-দা'কেও বাইরে থাক্‌তে হবে মা ; তার' সাম্‌নেও আমি কারুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্ব্ব না।"

"সে কিরে।" বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মাতা বলিলেন—"শৈলেনের সাম্‌নেও—"

লজ্জায় অতিরিক্ত রাঙিয়া উঠিয়া কন্যা বলিল—"হ্যাঁ।"

অনুপমার এত লজ্জা ডেপুটী-গৃহিণী পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই ; হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেলেন—"তা' নে বাছা, তোর যেমন খুসী তেম্‌নি করেই দেখা কর।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়ীর ভিতর ডাক পড়িতেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শৈলেনের দিকে চাহিয়া মন্মথ বাবু বলিলেন—"চলুন, আপনাকেই এগুতে হচ্ছে।"

শৈলেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল—কিন্তু সে অগ্রসর হইবা-মাত্র বালক কানাই বেশ একটু বাহাদুরীর ভঙ্গীতেই বলিয়া উঠিল—"আপনি যেতে পাচ্ছেন না মশাই, দিদি আপনাকে বাইরে থাক্‌তে বলে, দিয়েছে।"

আচম্‌কা আগুনের আঁচ লাগিলে মুখের ভাব যেমন হয় তেমনি একটা ক্ষিপ্র বিবর্ণতাকে মলিন হাস্যে চাপা দিবার চেষ্টায় আপনাকে অনর্থক অপ্রতিভ করিয়া তুলিয়া সে বলিল—"আপনার একলা যাওয়াই উচিত হ'চ্ছে কারণ—"

কিন্তু কারণ জানিলে আর দুঃখ কি? বাক্য অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

মন্মথ বাবু চলিয়া গেলে একখানা খবরের কাগজ টানিয়া লইয়া শৈলেন আপনাকে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিল,—পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমাগতই তাহার মনে বাজিতে লাগিল—এই লোকটার সহিত বিবাহই না হয় হইবে,

স্বভাবতঃই না হয় একদিন ইনি অনুপমার সর্ব্বাধিক প্রিয় হইয়া উঠিবেন, এতো সুখেরই কথা, কিন্তু এই ভাবী সুখের রচনাভার হাতে লইয়া সুদূর কটক হইতে যে তাঁহাকে সন্ধান করিয়া আনিল সে কি এতই তুচ্ছ যে কৃতজ্ঞতার মূল্যটুকু পর্য্যন্ত পাইতে পারে না? উভয়ের প্রথম আলাপ-টীকে সাহায্য করিবার তৃপ্তিটুকু হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করার কি এতই আবশ্যকতা ছিল?

আশ্চর্য্য! কোনো প্রকার প্রত্যাশা লইয়া যে শৈলেন এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল তাহা একটু পূর্ব্বে সে নিজেই জানিত না,—তথাপি এ যে অকৃতজ্ঞতা, ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা! শৈলেন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অভিমানকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না।

* * * *

আপন কক্ষ-বাতায়নের ধারে, রৌদ্র-ঝল্‌মল্‌ গাছপালা গুলির দিকে চাহিয়া, অনুপমা দাঁড়াইয়া আছে। আশঙ্কায় দুরু দুরু তাহার বক্ষ, তথাপি আশার শিহরণ নিঃশেষ হইয়া যায় নাই,—ভাসা ভাসা চক্ষুদুটীর স্বপ্ন জড়িমার উপর জাগরণের আলো দেখা দিয়াছে তথাপি ঘোর ঘোর ভাব কাটে নাই,—সম্ভাবনার আকুল-অধীর প্রত্যাশায়

এখনো, এখনো তাহার আরক্তিম আননখানির উপর আলো-ছায়ার ঢেউ খেলিতেছে!

আসিতেছে—এখনি আসিয়া পড়িবে। যদি সে না হয়?···মুহূর্ত্ত যখন দূরে ছিল, এ আশঙ্কা তখন যুবতীর বুকে স্থান পায় নাই; কিন্তু সময় যতই ঘনাইয়া আসিতেছে ততই··কিন্তু না এ চিন্তাকে সে আমল দিবে না, কোনো মতেই না!

ঐ, সিঁড়িতে জুতার শব্দ! যুবতীর বক্ষ-স্পন্দন দ্রুত-তর হইয়া উঠিল। ঐ, ঐ—শব্দ বারান্দায় আসিয়াছে!···অনুপমার সমস্ত প্রাণমন সর্ব্বাঙ্গে উৎকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্তমাত্র,—শব্দ চৌকাট পার হইয়া ঘরের ভিতর আসিয়া থামিল, সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ আশঙ্কায় অনুপমার নয়নদুটা নিমীলিত হইয়া আসিল, বক্ষের স্পন্দন থামিয়া আসিল, রক্তবেগ-তরঙ্গিত মুখখানিও সম্মুখভাগে অবনত হইয়া পড়িল। সেই অবস্থাতেই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল কানাই বলিতেছে—"ইনিই আমাদের দিদি, আমরা এঁর কাছে পড়ি।"

কি সুন্দর সলজ্জিত অনিন্দ্য সুন্দর মুখশোভা! মন্মথ-নাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন; বালককে বলিলেন—"এঁর

কাছে পড় নাকি ? তা' বেশ, বেশ,—কিন্তু তোমার দিদি তো কৈ আমার সঙ্গে কথা কইছেন না ?”

অনুপমার নতমস্তকের প্রত্যেকটী কেশ অনুভব করিতে ছিল যে সম্মুখ হইতে তাহার দিকে একটা দৃষ্টির স্পর্শপ্রবাহ ভাসিয়া আসিতেছে, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার কোনোমতেই সাহস হইতে ছিল না। অভিযোগের স্বরাঘাতে চমকিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই, আপন নিয়মেই তাহার দৃষ্টি যুবকের উপর পড়িল,—চক্ষুকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—শুধু নাম নয়, রূপটা পর্য্যন্তও কি ছদ্মরূপ ?—দেখ অনুপমা, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ,—এ কি সেই ব্যক্তি যাহাকে তুমি প্রাণের নিভৃত আশার মাঝখানে বসাইয়াছ ?

'না রে, না'—হতভাগিনীর বুকের ভিতরটা মর্ম্মভেদী হাহাকার অসীম শূন্যে মিশিতে চাহিল ! কা'র এ অশ্রুত-পূর্ব্ব কণ্ঠস্বর ? কা'র এ অপূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তি !···অনুপমার পা কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, মুখের লজ্জারাগ একটা নিষ্ঠুর পাণ্ডুতায় মিলাইয়া গেল ! অন্ধকার, —চক্ষের চারিদিকে একি ক্রমশঃঘন গভীর অন্ধকার,—সে পড়িয়া যাইবে না ছুটিয়া পলাইবে—কাঁদিয়া ফেলিবে না

রাগিয়া উঠিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া রুদ্ধ-বেদনায় নির্ব্বাক্ হইয়া গেল!

যুবতীর বিস্মিত বিহ্বল ভাব, বেদনাময় মুখচ্ছবি এবং প্রাণপণে আপনাকে সংযত রাখিবার প্রচণ্ড প্রয়াস মন্মথনাথের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। সভীতি-বিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি অসুস্থ?"

ছোট্ট একটী "না" বলিয়া অনুপমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। কানাই সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—"ঐ যে, দিদি কথা কইলে আপনার সঙ্গে।"

"তাইতো দেখ্‌ছি; আমি ভেবেছিলাম, তোমার দিদি বুঝি বোবা"—বলিয়া মন্মথনাথ আপন রসিকতায় আপনিই হাসিতে লাগিলেন।

"বাঃ রে বুদ্ধি,"—কানাই প্রবলভাবে আপত্তি করিল—"আমার দিদি বোবা হলে' পড়া বলে' দেবেন কি করে? আপনি কিছু জানেন না।" ইহার পর ঘরের ভিতর শিল্প নৈপুণ্যের যা' কিছু নিদর্শন ছিল এবং তাহার কথা কহিবার শক্তি বা বিদ্যাবুদ্ধির স্বপক্ষে যত কিছু বিস্ময়কর প্রমাণ সে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল সে সমস্তই এই আগন্তুককে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া দিল।

মন্মথনাথের ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে অনুপমার সহিত

আরও দু'একটা কথা কন, কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারায় ভাবিলেন যে মেয়েটা বড়ই লাজুক, একদিনে লজ্জা ভাঙ্গিবে না,—চিঠিপত্রের ভিতর দিয়া পূর্ব্বরাগ জমাইয়া তুলিবেন এবং বিবাহের পূর্ব্বে সুবিধামত যে কোনো একদিন আর একবার চাক্ষুষ পরিচয় করিয়া যাইবেন।

ডেপুটী-গৃহিণী সিঁড়ির ঘরে দাঁড়াইয়া ছিলেন,—প্রত্যাবর্ত্তন পথে সাক্ষাৎ হওয়ায় মন্মথ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনুপমাকে যে ছেলেটির পছন্দ হইয়াছে তাহা তাহার প্রফুল্ল মুখভাব হইতে অধ্যয়ন করিয়া লইতে গৃহিণীর বিলম্ব হয় নাই,—সজলচক্ষে চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করতঃ তিনি বলিলেন—"ছুটি ছাটা পেলেই মাঝে মাঝে এদিকে এস, বাবা।"

প্রসন্ন হাস্যে স্বীকৃত হইয়া মন্মথ বারকয়েক ইতস্ততঃ করিতে করিতে সলজ্জে বলিলেন—"ইতি মধ্যে আমি যদি কোনো চিঠিপত্র লিখি তা' কি দোষের হবে?"

"দোষের? সে কি কথা!—না, না, কোন দোষ নেই বাবা, তুমি অনায়াসে লিখো। আহা, শৈলেনের দৌলতেই তোমায় পাওয়া—নইলে কোথায় পেতাম এমন চাঁদ-পানা ছেলে। তা' আজ্‌কে কি না গেলেই নয় বাবা?"

"না মা, থাক্‌বার উপায় থাক্‌লে আমি আপনিই থাক্‌তাম,—আমাকে যেতেই হবে আজ"—বলিয়া মন্মথনাথ বহির্গমনের উদ্যোগ করিলেন।

মাতৃসম্বোধনের আনন্দ-ঢেউ মন্মথকে একেবারেই ডেপুটী-গৃহিণীর বুকের ভিতর তুলিয়া দিয়া গেল।

এদিকে ব্যাপার যখন এতদূর অগ্রসর হইতেছিল, তখনো ঠিক তেম্‌নি ভাবেই বাতায়ন পার্শ্বে অনুপমা শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান। এই যে কে আসিল, ফিরিয়া গেল,—কি জিজ্ঞাসা করিল, কি উত্তর পাইল, তাহার কিছুই বুঝিয়া সে মনে করিতে পারে না। কেবল মাত্র একটা অনুভূতি তাহার অন্তরের মাঝখানে সকরুণ হইয়া উঠিতেছে,—সে অনুভূতিটা এই যে তাহার স্বপ্ন-সাগর-মথিয়া-চলা আশার তরণীখানি আজ অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসে বাস্তবের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়া মাঝ সমুদ্রেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! আজ সে বিধবা,—সত্যই বিধবা! আর কেহ ফিরিবে না—আর কেহ আসিবে না!



মন্মথ বাবু ফিরিয়া আসিতেই আপনাকে প্রফুল্ল

দেখাইতে চেষ্টা করিয়া শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম দেখ্‌লেন ?"

"মূর্ত্তিমতী কবিতা ; কিন্তু জয়দেবের নয় দাদা, বড়ই যেন অতীন্দ্রিয়-রকমের ; অর্থ পাওয়া গেল না।"

"কি রকম ?"—কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া শৈলেন প্রশ্ন করিল—"কথাবার্ত্তা কিছু হ'ল নাকি ?"

মন্মথ। সুবিধে হয়ে উঠ্‌লো না, অত্যন্ত লাজুক ; একটা ছোট্ট "না", তা'ও যেন গানের সুরের মতন, শোনা যায় কি না যায়। দৃষ্টি স্বপ্নে ভরা—যেন ভাবরাজ্যর মানুষ মনের মধ্যে বাস কচ্ছে।

বর্ণনা শৈলেনের নিকট যথেষ্টই নূতন ঠেকিল। কৈ, এরকম তো অনুপমা মোটেই নয়। তবে কি ভালবাসার লজ্জাই ?

অতি অস্পষ্ট একটা ঈর্ষ্যার ছায়া শৈলেনের মনের উপর ঢেউ খেলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি প্রফুল্ল-প্রশ্নে সেটাকে চাপা দিয়া সে বলিল—"এখন মত কি বলুন।"

মন্মথ। এ পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ।

শৈলেন। অপর পক্ষ ?

মন্মথ। আমার চেয়ে আপনি সেটা ভাল জান্‌তে পার্‌বেন ; যান্ না একবার।

শৈলেনের ব্যথা এখনও মিলাইয়া যায় নাই সুতরাং বলিল—"থাক্, পরে এক সময় সন্ধান নিলেই চল্‌বে; চলুন, সহরটা একবার বেড়িয়ে আসি।"

ঠিক্ এই সময় কানাই ছুটিয়া আসিয়া শৈলেনের হাত ধরিয়া টানিল—"চলুন বাড়ীর ভেতর।"

"কেন, কে ডাক্‌ছে?"—প্রত্যাশার পুলকে শৈলেনের মনের ভিতরটা লাফাইয়া উঠিল।

বালক উত্তর করিল—"মা"।

"এখন একটু বেড়িয়ে আসি"—মন্মথবাবুর হস্ত ধরিয়া শৈলেন বাহির হইয়া গেল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্তব্ধ-মধ্যাহ্ন; জগৎবাবু কাছারিতে এবং ছেলেরা স্কুলে; আহারাদির পর মন্মথনাথ বহিঃকক্ষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—সারারাত্রি গাড়ীর ঝাঁকনিতে ভাল ঘুম হয় নাই আজও আবার রাত্রি জাগিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং বিশ্রাম তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। অনুপমা আপন কক্ষে পালঙ্কে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার উপাধানটা অশ্রুসিক্ত।

শৈলেন লক্ষ্য করিয়াছিল অন্যান্য বার হইতে তাহার প্রতি অনুপমার ব্যবহার এবার সম্পূর্ণই বিশেষত্বপূর্ণ। আদর যত্ন দূরে থাক্, সে যে এ বাড়ীতে আসিয়াছে বা এখনো আছে, এ-খবরটা সম্বন্ধে পর্য্যন্ত তাহার পক্ষ হইতে চেতনা-লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। সেই অভ্যস্ত সহজ জায়গাটাতে দখল না-পাওয়ার দুঃখ যে কতখানি তাহা আজ সে সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়া অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছিল; এই বুকভরা অভিমান লইয়াই অনুপমার রুদ্ধকক্ষ কবাটে শৈলেন আঘাত করিল—"অনু!"

তাড়াতাড়ি বালিশটা উল্টাইয়া ফেলিয়া অনুপমা চোখ

মুছিয়া ফেলিল এবং দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল—"এস, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

"মন্মথ বাবুর কাছেই ; এখনও তাঁরই দরকারে এসে'ছি" —অভিমানের বেদনা শৈলেনের উত্তরটার ভিতর এতই বিশেষ হইয়া উঠিল যে নিজের উক্তিতে সে নিজেই চকিত হইয়া গেল।

নিরুত্তর বিস্ময়ে অনুপমাও শৈলেনের দিকে চাহিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। পরে শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল—"মন্মথবাবুকে কেমন লাগ্‌লো ?"

"বেশ ভালই"—কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ধীরভাবে অনুপমা উত্তর করিল।

শৈলেন। ভালই—সে তো আমাদের কাছে ; তোমার দিক থেকে এ তো উত্তর কোন হ'ল না। জিজ্ঞাসা কচ্ছি, কি চক্ষে তুমি তাঁকে দেখ্‌লে ?

"চর্ম্মচক্ষে অবশ্যই"—অনুপমা কথাটাকে হাস্য-সহজ করিয়া দিতে চেষ্টা করিল।

ঈষৎ বিরক্তির সুরে শৈলেন বলিল—"হেঁয়ালী শোনবার এখন অবসর নেই অনু ; মন্মথবাবু সন্ধ্যার গাড়ীতেই চলে যাচ্ছেন,—জেনে যেতে চান তাঁকে তোমার পছন্দ হ'য়েছে কি না।"

অনুপমা নিরুত্তর ; জলভার-নত মেঘের মত গম্ভীর।

শৈলেন। আমার কাছে বল্‌তে বোধ হয় লজ্জা হচ্ছে? তাই নয় কি?

নতমস্তকে অনুপমা প্রশ্নটা শুনিল—কোনো উত্তর দিল না।

ব্যবহার যেরূপ পাইয়াছে, তাহাতে অনুপমা যে কি উত্তর দিবে তাহা শৈলেন অনুমানেই বুঝিয়াছিল ; তথাপি মুখ হইতেই উত্তরটি শুনিবার জন্য কেন যে ভিতরে ভিতরে এতটা আগ্রহের তাগিদ, তাহা বুঝাইয়া বলা শক্ত। কিন্তু অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পরও উত্তর যখন পাওয়া গেল না এবং যুবতীও একইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল তখন পুঞ্জীভূত অভিমানের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ রুদ্ধ করা শৈলেনের পক্ষে আর সম্ভব হইল না ; ব্যথাপূর্ণ স্বরে সে বলিল—"বেশ, যদি আপত্তি থাকে, বলে কাজ নেই ; কিন্তু এটুকু জান্‌বার অধিকার আছে বলেই আমার বিশ্বাস ছিল। নিজের শ্রম সাফল্য দেখে যেতে সকলেরই বোধ হয় একটু ইচ্ছা হয়। যার সুখের জন্যে আমরা ভেবে আস্‌ছি, সে সুখী হয়েছে কি না এটুকু জেনে যাবার আগ্রহ অন্যায় নয় অনু! এই যৎসামান্য পরিতোষের অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত করা বোধ হয় অকৃতজ্ঞতা।"

অনুপমার বুকের ভিতর বেদনা এতই জোরে বাজিয়া উঠিল যে সে চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বুদ্ধিমতী সে—অনায়াসেই বুঝিতে পারিল, সকাল বেলার সাক্ষাতের মাঝখান হইতে নিষ্ঠুরভাবে দূরে সরাইয়া দিয় এই পরক্লেশ কাতর প্রাণটাকে সে কত বড় আঘাত দিয়াছে। কিন্তু হায় কেমন করিয়া সে বুঝাইবে যে, অকৃতজ্ঞতা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ,—কেমন করিয়া বুঝাইবে, কি ভাবিয়া, কোন্ উন্মাদনার মোহে কি অসম্ভবের আশা করিয়া স্নেহ-প্রাণ শুভাকাঙ্ক্ষীকেও এত বড় আঘাত দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল? তাহার পর, এ কি নিদারুণ সমস্যা! একথাই বা কেমন করিয়া বলিবে যে শৈলেনের চেষ্টা সফল হয় নাই—অনুপমাকে সে চেষ্টা সুখী করে নাই,—প্রাণের সুপ্ত আশার ঘুম ভাঙাইয়া, তাহাকে আলোকিত অপরাহ্ণ-গগনের বর্ণ-সাগর-তরঙ্গে তুলিয়া দিয়া, শেষে অন্ধকার ঘন অমানিশার বক্ষেই নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে?

'এতদূর! একদিনেই প্রেম এত গভীর যে চোখে জল আসিয়া পড়ে তথাপি মুখে তাহা ব্যক্ত করা যায় না!'—মনে মনে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শৈলেন প্রকাশ্যে বলিল—"তা হ'লে চল্লুম, আমার কর্ত্তব্য আশা করি শেষ হয়েছে; এখন নিজেদের পথ তোমরা নিজে নিজেই ঠিক করে নিতে

পারবে। বেশ, এইখান থেকেই আমি বিদায় নিচ্চি, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।" শেষদিকটায় শৈলেনের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল এবং চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে কক্ষত্যাগে উদ্যত হইল।

"দাঁড়াও শৈলেন দা'—যেওনা"—অনুপমা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শৈলেন ফিরিয়া দাঁড়াইল।—সে অনুপমাই নয় সম্পূর্ণ অনামত্তি!

"বল, তুমি কি জানতে চাও"—যুবতী সঙ্কল্প-দৃঢ় দৃষ্টিতে শৈলেনের মুখের দিকে চাহিল।

ভাবটা এতই আকস্মিক যে শৈলেন হঠাৎ কথাই কহিতে পারিল না; পরে বলিল—"আমার কিছু জানবার নেই, মন্মথবাবু জান্‌তে চেয়েছেন—"

"মন্মথবাবু তাঁর যা' খুসী জান্‌তে চাইতে পারেন"—হঠাৎ অনুপমার কণ্ঠস্বর বিরক্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল—"কিন্তু আমার কাছ থেকে কেন? তাঁকে আমি চিনিনে, চেন্‌বার ইচ্ছেও রাখিনে।"

শৈলেন অবাক্ হইয়া গেল; এরূপ উত্তর তাহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত; ইহার অর্থ কি!

যথেষ্টই বিরক্ত হইয়া সে বলিল—"চেন না তা জানি,

কিন্তু মাসিমার অনুরোধে 'অপরিচিত—কাউকেই চিনিয়ে দেবার ভার আমি নিয়েছিলাম একথা তুমি জানতে বলেই আমার বিশ্বাস।"

সহজে সকল কথা যথাসম্ভব বুঝাইয়া বলিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিবে বলিয়াই অনুপমা স্থির করিয়াছিল কিন্তু বারংবার মন্মথবাবুর নামটাকে অভিমানের আঘাতরূপে উচ্চারিত শুনিয়া প্রথমটা সে বিরক্তি চাপিতে পারে নাই,—এক্ষণে শৈলেনের সুরেও যখন বিরক্তি বাজিল তখন রোষের চিহ্ন যুবতীর মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল—"ভারটা স্বীকার করে নেবার আগে আপনার বিবেচনা করা উচিৎ ছিল যে আমি বিধবা।"

একি আশ্চর্য্য অপবাদ! শৈলেনের মনটাও সারাদিন আজ ভাল ছিল না—অভিমানের কারণ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গেলেও, অপবাদের কৃষ্ণধূম উড়াইয়া এই যে আচম্বিতে অকারণ রোষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ইহা সে সহ্য করিতে পারিল না—তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিল—"যতদূর মনে পড়ে, ও-খবর আমার বিবেচনা এড়িয়ে যায়নি; যতদূর আমার মনে পড়ে, আমার ভার-গ্রহণে তুমি খুসীই হ'য়েছিলে, এমন কি নানা উপায়ে বিধবা-বিবাহে তোমার সম্মতিই ব্যক্ত করে-

ছিলে ; আজ যে আমাকে অপমান করার জন্য হঠাৎ তুমি মনে-প্রাণে এতখানি বিধবা হয়ে পড়্‌বে একথা অন্তর্যামীও জান্‌তে পারতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু কি দরকার ছিল এই অপমানের অনু—আমি তো তোমার কাছে কোন অপরাধেই অপরাধী ছিলাম না,—সোজাকথায় একদিন বল্লেই পার্‌তে যে বিধবা-বিবাহে তোমার সঙ্কোচ আছে, আমি অনায়াসেই দায়িত্বভার ঝেড়ে ফেলে দিতাম।”

এতগুলি অভিযোগের প্রচণ্ড আঘাতে অনুপমা থতমত হইয়া গেল। সত্যই তো, এক বর্ণও তো উহাদের মিথ্যা নয়,—তথাপি ইহাও যে সত্য, অপমান করিবার উদ্দেশ্যও অনুপমার ছিল না এবং নিজের প্রাণের স্বাভাবিকতার ভিতর দিয়া বাহিরের এই জটিলতম ঘটনাটা ঘটাইয়া তুলিবার জন্য নিজের কাছেও সে বিন্দুমাত্র অপরাধী নয়।

“আমার উপর যে তোমার ঘৃণা ছিল,তা’ স্নেহ-যত্নে ঢেকে রাখার কি দরকার ছিল অনু,”—যুবতীকে নিরুত্তর ও বিষণ্ণ দেখিয়া শৈলেনের সুর কোমল হইয়া আসিল।

“ঘৃণা ছিল!”—কাতর-বিস্ময়ে অনুপমা শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলিল—“কে বল্লে?”

“আমার মন”—শৈলেন উত্তর করিল।

মুহূর্ত্তকাল শৈলেনের মুখের দিকে চাহিয়া অনুপমা কি-

যেন পড়িবার চেষ্টা করিল, পরক্ষণেই বলিল—"মনের কথায় বিশ্বাস করো না ; সে যে মিছে কথা বলে, এমন কি নিছে আশাতেও পাগল করে তোলে, তা'র পরিচয় আমি প্রত্যক্ষ পেয়েছি ! তোমার ওপর কোনোকালেই আমার ঘৃণা ছিল না, এখনও নেই। বিধবার মুখে হাসি ফুটিয়ে হাজার বছরের অত্যাচারের হাত থেকে সমাজের বিরুদ্ধে তা'কে ঘরে তুলে নিয়েছো বলে' ঘৃণা করবো এতখানি নীচ আমি নই, বরং এই সংসাহসের পরিচয়ই আমার কাছে তোমার সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধেয় পরিচয় রূপে দেখা দিয়েছিল। আমাকে অকৃতজ্ঞ বলেছিলে না ? না আমি তাও নই ; তোমার স্নেহের ঋণ যে কতখানি তা' আমি বুঝি ; আমার জন্য তুমি অনেক কষ্টস্বীকার করেছো, একটু অপমান-স্বীকারও বোধ হয় করতে হবে—কিন্তু ক্ষমা করো ভাই, নিজের মন আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনি,—দুরদৃষ্ট আমার যে তোমার এতবড় আন্তরিক চেষ্টাতেও আমি খুসী হ'তে পার্‌ছিনে।" যুবতীর স্বর আবেগে কাঁপিতে লাগিল, বক্তব্যশেষে একমুহূর্ত্তও সে দাঁড়াইতে পারিল না, শৈলেনের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াই কক্ষত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

শৈলেন বিস্মিত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্ ! এরূপ ব্যবহারের

কারণ কি? শৈলেনের ঋণ অনুপমা বোঝে,—তাহার সহানুভূতি ও চেষ্টায় সে কৃতজ্ঞ,—বিধবাকে পত্নীরূপে বরণ করার জন্য সে শ্রদ্ধাবতী,—অথচ বিবাহার্থী যুবকের সম্মুখে অনুপমাকে উপস্থিত দেখিবার অধিকার শৈলেনের নাই, আপন চেষ্টার ফলে যুবতীকে সে সুখী করিতে পারে নাই, 'বেশ ভালই' হইয়াও মন্মথবাবু অনুপমার নিকট বরণীয় নয়!···এ সঙ্কেত কি নির্দ্দেশ করিতেছে?

একটা অস্পষ্ট সম্ভাবনার বিদ্যুৎ শৈলেনের ভিতর ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।···কিন্তু না, না, তাহা না—অসম্ভব!··· অথবা, কেন সম্ভব হওয়ার আশ্চর্য্যটাই বা কোথায়?··· একটা অসহ্য পুলক-কম্পনে শৈলেনের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল!·· মুহূর্ত্ত পরেই কমলার কথা মনে পড়িয়া আপনার উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল,—কেন সে আপন হৃদয়কে সুনিশ্চিতরূপে স্বায়ত্তদৃঢ় না জানিয়া ঘটকালির সুকঠিন কাজটাকে স্বীকার করিয়াছিল?

যতক্ষণ ধারণা ছিল যে অনুপমা অকৃতজ্ঞ, যতক্ষণ মনে মনে হইতেছিল যে পরিণয়-পাত্রকে সম্মুখে পাইবামাত্রই যুবতী অনাবশ্যক-বোধে তাহাকে সরাইয়া দিতে চাহিতেছে, ততক্ষণ শৈলেনের ক্ষোভের সীমা ছিল না এবং তাহার দাবীও আপন প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার জন্য

উত্থিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে মনে হইল, তাহার প্রতি অনুপমার কৃতজ্ঞতার মূল্য সীমা ছাপাইয়া গিয়া এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহা সে অবস্থায় গ্রহণের অধিকার শৈলেনের আছে কি না সন্দেহ। যেখানে শৈলেনের আপন চিত্তই যথেষ্ট দুর্ব্বল, সেই মুহূর্ত্তেই অনুপমার দিক হইতে আপনাকে সজোরে বিমুখ করিতে চাহিল।

সেই-দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে মন্মথনাথের সহিত সে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিল—কোনোমতেই থাকিতে চাহিল না। এরূপ সংকল্প যে তাহার মনে পূর্ব্বগঠিত ছিল না, তাহা সকলেই জানিত, সুতরাং জগৎপ্রসন্ন বাবু পর্য্যন্ত কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

আসিবার সময় অনুপমার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। সে যথেষ্ট আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করে—"তুমিও আজই যাচ্ছ না কি?"

উত্তর—"হাঁ"

প্রশ্ন—"কেন? আমার ওপর রাগ করে?"

উত্তর—"না।"

প্রশ্ন—"তবে?...আজ থেকে যাও; আজকের দিনটা অন্ততঃ।"

শৈলেন সংক্ষেপে জানাইয়া আসে—"অপারগ।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রবিবার সকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। জগৎপ্রসন্ন বাবুর শরীরটা আজ ক'দিন হইতে একটু অসুস্থ—পালঙ্কে অৰ্দ্ধশয়ান অবস্থায় তিনি একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।"

তাঁহার সৰ্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র কানাইয়ের সহিত আমরা পরিচিত। ধীরেনের সহিত পরিচয় আমাদের নাই। গতবৎসর সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়াছে, অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু-স্বভাব, সম্প্রতি পাঠ্য-প্রসঙ্গে হেড-মাষ্টারের মুখে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে 'Ode on immortality' বলিয়া একটা কবিতার নাম পাওয়ায় কোথা হইতে সেটা যোগাড় করিয়া আনিয়াছে এবং দিদিকে ধরিয়া বসিয়াছে—বাংলা করিয়া দিতে হইবে। এটা নাকি তাহার মাষ্টারের অত্যন্ত প্রিয় কবিতা, সুতরাং মাষ্টারের প্রিয় হইবার জন্য উহার একটা আবৃত্তি করিবার মত বাংলা তাহার না হইলেই নয়।

নিজের মন যখন অবলম্বন-শূন্য ও অন্ধকারময়, তখন ছোট ভাইটীর এই অসঙ্গত প্রস্তাবে প্রথমে অনুপমা হাসিয়াই উঠিয়াছিল, কিন্তু কৌতূহলবশতঃ কবিতাটা পড়িতে

পড়িতে কেমন-যেন সে উহার ভিতর নিমগ্ন হইয়া পড়িতে থাকে। ফলে সমস্তটা স্পষ্ট না বুঝিলেও উহার একটা বাংলা করিয়া ফেলিয়াছে এবং নিজের চিন্তারাজ্যেও বিপ্লব বাধাইয়া বসিয়াছে। আপনার-ঐ অনুদিত অংশটুকু সংশোধন করাইবার এবং বাকিটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার উদ্দেশ্যে সে পিতার ঘরে প্রবেশ করিল।

"বাবা!"

"কি মা!"—কাগজ নামাইয়া জগৎবাবু কন্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার হাতে একখানি বই ও ছোট একটা খাতা। বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়া পর্য্যন্ত অনুপমা পড়াশুনার কথা লইয়া পিতার কাছে বড় একটা আসিতে পারে নাই, আজ মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া উঠিবার পর অনায়াসেই উপস্থিত হইতে পারিয়াছে।

কন্যা পিতার ললাটে হাত দিয়া বলিল—"কৈ, আজও জ্বর নেই তো; জ্বরটর কিছু না—তুমি মনে কর বলেই জ্বর মনে হয়।"

স্নেহ-মধুর হাস্যে সৌম্য-মূর্ত্তি জগৎবাবু বলিলেন—"তাই হবে। হাতে কি ও?"

"এইটে তোমার কাছে বুঝিয়ে নিতে এসেছি বাবা; ধীরু বড্ড ধরে বসেছে—এর একটা বাংলা নইলেই তা'র চল্‌বে

না; কিন্তু এ কি আমি পারি।" অনুপমা বই খুলিয়া ধরিল।

চসমাটা ঠিক করিয়া লইয়া জগত বাবু দেখিলেন, 'Ode on the immortality of soul'—বলিলেন—"তুইও যেমনপাগলী, এর বাংলা সে কি করবে?—এসব যে বি-এ ক্লাশে পড়া হয় রে। দেখি কি করেছিস্—

অনুপমা খাতাটা পিতার হস্তে তুলিয়া দিল।

"মিষ্টিক্ কবিতা এ-সব, এ-নিয়ে"—বইখানা রাখিয়া খাতাটা তিনি খুলিতে গেলেন, কিন্তু কি-ভাবিয়া পুনরায় বইখানাই হাতে লইয়া বলিলেন—"নে তুইই পড়, আমি মিলিয়ে দেখি; কবে পড়েছি আমার কি আর মনে আছে।"

অনুপমা পড়িল:—

"ছিল একদিন,—যবে মুক্তমাঠ, নিকুঞ্জকানন,
এ তটিনী, এই ধরা, প্রতি দৃশ্য অতি সাধারণ,—
মনে হ'ত মোর,
পরি' যেন অমরার আলোক-বসন
ঝলকিছে চারিদিকে স্বপনের গরিমায় সজীব বিভোর।
আজ আর হয়নারে হয় না তেমন;
দু'নয়ন যেথানেই ধায়
দিবাভাগে অথবা নিশায়,

পারিনা তেমন করি' কিছুই দেখিতে আর,
আগে আহা দেখেছি যেমন।

* * *

ইন্দ্রধনু বিকাশে, মিলায়,
গোলাপের মাধুরী বিলায়
লুকোচুরি-খেলা-শেষে মেঘেরা ভাসিয়া গেলে
মুক্ত-নভে পূর্ণ চাঁদ পুলকে তাকায়;
আকাশের তারা-ফুলগুলি
বাপীজলে ওঠে দুলি' দুলি'
প্রভাত-কিরণ রেখা ছুটে আসে অরুণের রথে;—
তবু,—তবু যেখানেই যাই,
বুঝি—কি মহিমা এক ছেড়ে গেছে বসুধায়,
নাই, আর নাই।"

এতখানি নৈপুণ্য ও স্বচ্ছতা যে অনুপমার তর্জ্জমায় প্রকাশ পাইবে তাহা জগৎবাবু আশাই করেন নাই। কন্যার এই স্বাভাবিক শক্তি দেখিয়া মনে মনে তিনি সানন্দ-বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিতে ছিলেন; বলিলেন—"তারপর? থামলি কেন? পড়ে যা"—

পিতার স্বরে উৎসাহের লক্ষণ পাইয়া সে আরম্ভ করিল—
"লক্ষ পক্ষিকণ্ঠ টুটি' ছড়ায়ে পড়িছে যবে গান,

বনে বনে লাগিয়াছে জাগিবার তাড়া,
পড়িয়াছে জীবনের সাড়া,
কেমন সে অবসাদ শুধুই আমারে একা করিতেছিল
গো-ম্রিয়মান ;

তিনি 'অর্থাৎ" বলিয়া আরও একটা কি বলিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অনুপমা বলিয়া উঠিল—"বাবা, আমি বিয়ে কর্ব্ব না ; এ সম্বন্ধ তুমি ভেঙে দাও।"

যেখানকার কথা হইতেছিল সেখান হইতে অনুপমা যে হঠাৎ নিজের বিবাহ প্রসঙ্গের উপর আসিয়া পড়িবে এমন একটা সম্ভাবনা জগৎবাবুর মনের কোনো কোণেই দেখা দেয় নাই। চমকিয়া তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন—কি অপার্থিব সেই নিঃসঙ্কোচ সিদ্ধান্ত-দৃঢ় দীপ্তি-উজ্জ্বল মুখখানি ! বৃদ্ধ হঠাৎ যেন থতমত খাইয়া গেলেন,—তাইতো, কন্যা তবে এতক্ষণ নিজের পরিণয় প্রশ্নের দিক হইতেই কথাবার্ত্তা-গুলিকে গ্রহণ করিতেছিল।

"পাগলি ! পাগলি !" মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তিনি বলিলেন—"তা' দেখ মা, যেখানকার কথা আমি বল্‌-ছিলাম সেটা ঠিক সংসারের কথা নয়। তা' ছাড়া সংসারের মাঝখানে থেকেও নিরাবিল প্রীতির উপলব্ধি চল্‌তে পারে একটা আশ্রয় না পেলে"—

অনত-মুখে অনুপমা প্রতিবাদ করিল—"তা' হোক্ বাবা! আশ্রয়ের তো আমি অভাব দেখ্‌ছি নে; ধীরু, কানাই রয়েছে, মা রয়েছেন, তোমার আদরে ডুবে রয়েছি—এততেও যদি প্রাণ আপনাকে আশ্রয়হীন মনে করে, তবে সে মনে করাটা তার রোগ,-একে কুপথ্য দিতে পারিনে"—কন্যা ধীরে ধীরে পিতার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

একটা গর্ব্ব ও বেদনার বিমিশ্রিত বাষ্পে জগৎবাবুর কণ্ঠপথ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, হঠাৎ তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন এবং একটু সামলাইয়া লইয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—"একটা বড় ভাবের ঢেউ এসে সময়ে সময়ে মনকে সংসার ছাড়া করে দেয় বটে, তবে কি জানিস্ মা, এই পৃথিবীটায় ধূলোমাটিও বড় কম নয়—এগুলোর প্রভাবও আছে, দরকারও বুঝিবা আছে। একটার খাতিরে আর একটাকে অস্বীকার করে চলা বড়ই দুঃসাধ্য।"

মৃদু প্রতিবাদে অনুপমা বলিল—"অসাধ্য নয় বাবা; নইলে এ যে বড়ই অসহ—ধরণীর সুখ, ভুলায় সে নিস্বর দানে, চিরোজ্জ্বল সে গৌরব, অমরার সে অমর স্মৃতি'—না বাবা, আমাকে তুমি"—

"শোন্ মা অনুপমা"—কন্যার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে পিতা কহিলেন—"আমি তোকে বলছি,

একজন কুমারীর যে পরিমাণে বিবাহে অধিকার আছে, তোর অধিকার তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নেই। আমি অনেক রকম করে ভেবে দেখেছি, এই সমস্যাটার প্রতীকার-চেষ্টা যাঁরা সমাজে নিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে চিন্তাশীলতার ত্রুটী নেই। মানুষের সব চেয়ে বড় সম্বন্ধের দিক থেকেই তাঁরা প্রশ্নটিকে বিচার করে দেখেছেন,—যদি এমন মনে হতো যে এটা ব্যক্তিগত, আত্মার পক্ষে অকল্যাণকর তা' হলে তোর গর্ভধারিণীর ইচ্ছা বা চেষ্টা আমি অনুমোদন কর্‌তাম না।"

"অর্থাৎ তুমি জান্‌তে চাইছো বাবা"—নম্রমধুর কণ্ঠে অনুপমা বলিল—"সমাজ-সংস্কার-বশে কিম্বা একটা সাময়িক উত্তেজনার মোহে আমি আপনার সঙ্গে প্রতারণা কচ্চি কি না? জানি বাবা; প্রাণের দরকারে যা' আছে তা' চাই-ই চাই—এখানে কবে থেকে কোনো রকম নিষেধের বাধা; আর যাই করুক, আত্মার কল্যাণ করবে না।"

সে কি! অনুপমা কোথা হইতে কথা কহিতেছে? প্রাণের দরকারে নেই,—এত অনায়াসে—এ কি সম্ভব? নিঃসংশয় হইতে না পারিয়া জগৎপ্রসন্ন বাবু জেরা করিলেন—"যদি কুমারী হতিস্‌ তা' হ'লে তোর মনের কোথাও বাধ্‌তো কি?"

অনুপমা হঠাৎ যেন কতকটা বিপন্ন হইয়া পড়িল,—পরে ধীরে ধীরে বলিল—"তোমাকে সত্যি কথাটাই বলতে চেষ্টা করবো বাবা, কারণ এখানে লজ্জা করলে কোনো খানেই আমার মন নিস্মল হবে না। কুমারী হ'লে হয়তো আমার মনে দ্বিধার অবকাশ ঘটতো না, তা' ছাড়া জীবনের এ দিকটাও দেখতে পাওয়া যেত না।"

স্নেহ স্মিতমুখে কন্যার বিক্ষিপ্ত কেশগুচ্ছ সুবিন্যস্ত করিতে করিতে পিতা বলিলেন—"তাড়াতাড়ি করো না মা, সময় নাও; তুমি বুঝতেও পারছো না যে প্রথাগত সংস্কারই অলক্ষ্যে থেকে তোমার মনে কাজ কচ্ছে।"

"আমাকে ভুল বুঝাবেন না বাবা"—বেদনাহতকণ্ঠে অনুপমা বলিল—"তা' যদি হোত, তবে শৈলেনদার স্ত্রীকে সহ্য করতে কিম্বা তাঁকেও ভালবাসতে পারতাম না।"

তাওতো বটে, অনুপমা যেন শৈলেনকে খুবই ভাল বাসে একথাও তো মিথ্যা নয়! তথাপি প্রাণের প্রয়োজনে নাই একথাও যে অবিশ্বাস্য! তিনি বলিলেন—"আচ্ছ অনু! ভাল করে ভেবে দেখো,—বৈধব্যের সঙ্কোচই তোমার বাধা"

"না বাব,"—অনুপমার কপোলযুগল একটা অত্যুজ্জ্বল

দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—"আমার বাধা এই যে আমি নিজে বিধবা।"

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইলে মনও যেমন সঙ্গে সঙ্গেই চমকাইয়া ওঠে জগৎবাবুরও ঠিক সেইরূপ হইল। বাক্যহারা বিস্ময়ে ক্ষণকাল কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বুঝিবা আপন অগোচরেই তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং উত্তেজিত ভঙ্গিতে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। বাধা যে 'সঙ্কোচে' নহে, বাধা যে তেজস্বিতায় এবং সে তেজস্বিতা ঐ অসামান্য অর্থভরা ছোট্ট কথাটার আশ্রয়ে যে কতখানি নিঃসংশয় প্রাবল্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার উপলব্ধি বৃদ্ধের বুকের ভিতরটাকে মাতাইয়া তুলিল, আকুল করিয়া দিল। উত্তেজনার মাঝখানে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, হঠাৎ কন্যার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কম্পিত হস্তে তাহার উজ্জ্বল মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন এবং সমস্ত প্রাণের উত্তাপভরা আগ্রহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আশীর্ব্বাদ করছি মা, তোমার তেজ—তোমার সঙ্কল্প সফল হোক্; নিজের প্রাণের মাঝখানেই যেন তুমি সেই আনন্দ-লোক খুঁজে পাও, যা'র প্রভায় বাইরে যা কিছু কার্পণ্য ও অপূর্ণতা সম্পূর্ণ সুন্দর হ'য়ে দেখা দেয়! না, না, না—আর আমি

তোমাকে নিজের সংশয়-সন্দেহের বাধায় জড়াতে চাইবো না—কিন্তু বড় দুঃখ রইল অনু”—বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে একটা নিদারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল—“যে, এই হতভাগা সমাজটাকে এতবড় আশা প্রকাশ কর্‌বার যোগ্য দেখে যেতে পারলাম না,—না, এ-আশার সম্পূর্ণ অযোগ্যতম সে, অধিকারই নেই তা'র এতবড় আশা জানবার! যখনই মনে পড়ে এর পাশে হৃদয়হীন পুরুষগুলোর সেই—উঃ কি বীভৎস সে দৃষ্টান্ত—তবু, না মা, তুইই ঠিক্, প্রতিশোধ নেবো কার ওপর? সমাজ?—কতটুকু সম্পর্ক তার সঙ্গে! ঠিক, তুইই ঠিক—প্রতিশোধ নেবো কার ওপর, সমাজ; কতটুকু সম্পর্ক তার সঙ্গে। ঠিক! তুইই ঠিক—যে আত্মার সঙ্গেই প্রতারণা, কামারকে ইস্পাতে ফাঁকি দেওয়া! একজনও অন্ততঃ নিজের তেজে”—বৃদ্ধের অসমাপ্ত বাক্যের উপর দিয়া অশ্রুর উচ্ছ্বাস উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং অনুপমার কেশজালের ভিতর হইতে সে অশ্রুর কয়েক ফোঁটা তাহার অংস ও বাহুর উপর ঝরিয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর গৃহ-কর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া গৃহিণী বলিলেন —"ওগো, এদিকে খবর শুনেছো? মন্মথ বাবাজী আমাদের মেজবৌমারই নাকি মামাতো ভাই।"

"বেশ কথা"—নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে এই কথা বলিয়া জগৎ-বাবু পুনরায় কাজে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন।

আপন উৎসাহবেগে গৃহিণী বলিতে লাগিলেন—"মেজ-বৌমা বাপের বাড়ী থেকে চিঠি লিখেছেন—যাবার পথে বাবাজী তা'দের বাড়ী হ'য়ে গিয়েছিলেন—সমস্ত খবর শুনে, এখন ভাইয়ের খাতিরে বৌমারও মন বদ্‌লেছে দেখ্‌ছি—অনুর ওপর এখন ভারি সদয়, বিয়ে যা'তে হয় সে-বিষয়ে খুবই ইচ্ছে—পূজোর আগেই বনগাঁয় আস্‌বে, মন্মথকেও ঐ ছুটিতে সেখানে যেতে বলেছে। আদালত বন্ধ হ'তে আর দেরী কত?"

"দেরী আর নেই, তবে আমি এবার আর বাড়ী যাবো না, শরীরটা বড়ই খারাপ—ভাব্‌ছি, দিনকতক শিলংএ গিয়ে থেকে আসি। তা' ছাড়া, মেজবৌমার এখন ইচ্ছে হ'লেও মেয়ের আর ইচ্ছে নেই—তবু যাও তোমরা, আস্‌তে

যখন লিখেছে তখন যাওয়া উচিৎ—তবে বিয়ের কথাবার্ত্তা আর অনুপমাকে বল না।"

গৃহিণী অবাক্। "সে কি কথা গো!"

"আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর যে কত গুণ, তা' তোমার ঐ অনুপমাকে দিয়েই দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

"অনু কি বিয়ে কর্ব্বেনা বলছে নাকি?"

অন্যমনস্কভাবে জগৎবাবু উত্তর করিলেন—"হাঁ।"

অর্থপূর্ণ প্রশ্নে গৃহিণী বলিলেন—"এর মানে কিছু বুঝ্‌ছো কি?"

মানে একটা জগৎবাবু অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীর প্রশ্নের ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার মানেটা অন্যতর কিছু। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল দেখি?"

"তোমার মনে আছে বোধ হয়, সেদিন কি-রকম হঠাৎ শৈলেন চলে গেল। মেয়েও যেন সেইদিন থেকে কেমন এক রকম বিমর্ষ বিমর্ষ হয়ে ক'দিন বেড়ালে। আজ আবার শৈলেনের এক চিঠি পেয়েছি তা'তে সে লিখেছে—"এইবার আমি ছুটি চাই মাসিমা; ভার যেমন নিয়েছিলাম, পাত্রও তেম্‌নি খুঁজে এনে দিয়েছি; এবার যা' কিছু কর্‌বার আপনারাই করুন, আমাকে আর ডাক্‌বেন না!" এর

থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে কি? একজন বল্‌ছে ছুটী চাই, আর একজন বল্‌ছে বিয়ে কর্‌তে চাই না,—অথচ এই শৈলেনই এতদিন কত উৎসাহী ছিল আর এই অনুপমাই এতদিন কোনো অমত করে নি।"

জগৎবাবুর মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। তবে কি ? কিন্তু নাঃ, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হয় না—দুপুরবেলা অনুপমার মুখে যে অসঙ্কোচ দীপ্তি, যে সরলতা ও পবিত্রতা তিনি দেখিয়াছিলেন তাহার অন্তরালে এতখানি কথা কি লুকাইয়া থাকিতে পারে? অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"ঠিক বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিনে, তবে এমন একটা কিছু ঘটেই যদি থাকে, উপায় কি আর—মেয়ের দুঃখের বোঝা তা'তে কতকটা ভারীই হ'য়ে উঠ্‌বে। তা যাও, দেখ—মন্মথ এলে আবার যদি মন ফেরে! কিন্তু না, আমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি নে,—অনুর মন—না, তুমি ভুল বুঝেছো।"

অনুপমারা বাড়ী আসিবার কয়েকদিন পরেই লীলা পিত্রালয় হইতে বনগ্রামে ফিরিল। বড়বৌদিদির সহিত এই কয়দিনে অনুপমার পূর্ব্বসৌহার্দ্দ্য ফিরিয়া আসিতেছিল; তাহার কারণ বড়বধূর বহুদিন যাবৎ সঙ্গীহীনা অবস্থায় একাকিনী অবস্থান ও বর্ত্তমান বিবাহ প্রস্তাবে অনুপমার

চিত্ত-গতির ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল। এই কৌতূহলটীর চরিতার্থের জন্যই বিশেষভাবে তিনি অনুপমার সহিত ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক প্রকার জেরা করা সত্ত্বেও কোনোদিকেই একটা নিঃসংশয় উত্তর পাইতেছিলেন না,—যাহা পাইতেছিলেন তাহা শুধু ঠাট্টা রহস্য।

লীলা আসিয়াই অনুপমাকে সুখবর দিল—"মেজ দা' কাল আস্‌বেন; খুবই পছন্দ হ'য়েছে দেখ্‌লাম। এমন অবস্থা যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়েই কর্‌বেন না।"

অনুপমা হাসিয়া বলিল—"অবস্থা গুরুতর সন্দেহ নেই, কিন্তু বৈধব্য যে খুবই একটা বড় রকমের আদর্শ একথা তুমিই একদিন বলেছিলে বোধ হয়।"

লীলা তাহার বিলাত-ফেরত ভ্রাতাটীর যুক্তিগুলিকে ইতিমধ্যে অকাট্য বলিয়াই বুঝিয়া আসিয়াছিল এবং বিধবা-বিবাহ যে কতটা অত্যাবশ্যক তাহা আত্মীয়গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ঐ পরম-প্রিয় ভ্রাতাটীর কথাবার্ত্তায় অনায়াসেই ধারণা করিতে পারিয়াছিল, সুতরাং বলিল—"তখন কি আর আমি সবদিক্ ভেবে দেখ্‌তে পেরেছিলাম ঠাকুরঝি! এখন বুঝ্‌ছি যে আদর্শ নিয়েই গর্ব্ব করা চলে,

সংসার করা চলে না। সত্যি বলছি ভাই, এখন তোমার ওপর আমার একটুও রাগ নেই—তখন বুঝ্‌তে পারিনি বলেই খিট্‌ খিট্‌ করতুম—সে অপরাধ আর মনে করিয়ে দিয়ে আর লজ্জা দিও না,তোমার মতেই এখন আমার সম্পূর্ণ মত।"

সকৌতুকে হাসিয়া অনুপমা বলিল—"ভাইকে এতখানি ভালবাসো দেখে খুবই খুসী হ'লাম মেজবৌদি, কিন্তু আমার মত এখন আবার উল্টে গিয়েছে, বিয়েথাওয়ায় আর ইচ্ছে নেই—তার বদলে আমরা সব পরামর্শ করেছি যে খিড়কী-পুকুরের পাড়ে ধীরু কানাই আর আমি এই তিনজনে মিলে মস্ত একটা মেওয়ার ক্ষেত করে ফেল্‌বো, তা'তে সব ভাল কপি, গাজর, শালগম থেকে আরম্ভ করে' নানারকম তরীতরকারী তৈরী কর্‌বো; অবিশ্যি নিজে খাবার জন্যে নয়, তোমাদেরই রেঁধে রেঁধে খাওয়াবার জন্যে। কেমন—পরামর্শ মন্দ? নিজেদের পোতা গাছপালা যখন নিজে-দেরই চোখের সাম্‌নে একটু একটু করে' বাড়্‌তে থাক্‌বে, মনে তখন কতখানি আমোদ হবে বল দেখি?"—আপন কল্পনার আনন্দে বালিকার মত সরল হাসি হাসিয়া অনুপমা বলিল—"বল, তুমি আমাদের দলে যোগ দেবে?

উচ্চহাসি হাসিয়া লীলা বলিল—"আমার আর যোগ

দেবার দরকার হবে না, মেজদা'ই দিতে পার্‌বেন—তাঁকে আমি বলে দেব'খন, মালীকে ছাড়িয়ে দিয়ে তোমাকেই যেন অতঃপর তাঁর বাগানের মালিনী বাহাল করে দেন।"

অনুপমা গম্ভীর হইয়া বলিল—"ঠাট্টা নয় মেজবৌদি, সত্যিই আমি বিয়ে কর্‌বো না।"

"আচ্ছা, সে তখন কাল মেজদা এলে দেখা যাবে"—অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া লীলা চলিয়া গেল।

উক্ত ঘটনার পরের দিন দ্বিপ্রহরের বেলা অপরাহ্নের দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। মন্মথনাথ সকালের গাড়ীতেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং অনুপমাও সমস্ত সকালটা রন্ধনশালাতেই কাটাইয়াছে। ইহা নূতন নয়, বাড়ীতে লোকজন আসিলে রন্ধনের ভার অনুপমারই উপর অর্পিত হইয়া থাকে, কারণ সে যত রকমারি রান্না রাঁধিতে পারে অন্য কেহ সেরূপ পারে না। লীলা আজ পরমোৎসাহে সারা সকালটা তাহাকে যোগাড় দিয়াছে এবং ভাবী ভ্রাতৃবধূ হিসাবে সুনিশ্চিত গ্রহণ করিয়া বেশ একটু ঠাট্টা বিদ্রূপও করিয়া লইয়াছে। অনুপমা সে সকল বিদ্রূপে কথা কহে নাই এবং তাহার গম্ভীর মৌনতা লীলার কাছে স্বভাবতঃই অসম্মতি-লক্ষণ রূপে প্রকাশ পায় নাই।

আপন ঘরের অর্দ্ধগোলাকার টেবিলটার ধারে বসিয়া

অনুপমা পত্র লিখিতেছিল; পত্রখানি সম্ভবতঃ শৈলেনকে, কারণ তাহারই শিরোনামা-লেখা একখানি খাম লেখিকার বামপার্শ্বে রক্ষিত ছিল। অপরাহ্ণ-সূর্য্যের মৃদু-রশ্মি বাতায়ন-পথে একখানা আয়নার উপর প্রতিফলিত হইয়া তাহার হাতের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সোণার চুড়িগুলি সে-আলোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, অঙ্গুরিয়ের হীরকখানি হইতে একটী তীর্য্যক্ রশ্মিরেখা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং অন্যান্য অলঙ্কারগুলি ছায়ার কোলে আভাময় হইয়া আছে। যুবতীর অর্দ্ধসিক্ত কেশজাল স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে আলুলাইত, কাপড়ের কালা পাড়টী উপবীতের মত পৃষ্ঠের উপর দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে এবং মুখমণ্ডলে একটী গম্ভীর নিবিষ্টভাব।

মন্মথনাথকে সঙ্গে লইয়া লীলা প্রবেশ করিল, কিন্তু এতই একমনে অনুপমা লিখিয়া যাইতেছে ছিল যে তাহাদের প্রবেশ-শব্দ তাহার কাণেই পৌছিল না।

ঘরে ঢুকিয়াই লীলা বলিল—"মেজদা এসেছেন ঠাকুরঝি!"

অনুপমা চমকিয়া উঠিয়া পত্রখানি আবৃত করিয়া ফেলিল, তাহার চোখমুখ ও কর্ণমূল হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল—এত শীঘ্র ব্যাপারগুলো ঘটিয়া গেল যে লেখিকা সে-সম্বন্ধে বুঝিয়া সচেতনই হইতে পারিল না, মুহূর্ত্তকাল বিলম্বমাত্র,—সম্পূর্ণ

নিঃসঙ্কোচ ও সপ্রতিভ ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লীলার পরিবর্ত্তে একেবারেই মন্মথনাথকে সম্বোধন করিয়া অনুপমা বলিল—"আসুন; আপনি মেজবৌদির দাদা হ'ন একথা তো কৈ আগে শুনিনি! কখনও তো তাঁকে একবার দেখ্‌তেও আসেন নি!"

মন্মথনাথ অকস্মাৎ অবাক্ হইয়া গেলেন—পূর্ব্বরাগ-সম্বন্ধীয় যত রকম প্রণালী বা আরম্ভ-চিত্র তাঁহার জানা ছিল তাহাদের একটারও সহিত এধরণের আলাপটার তো কিছুমাত্র মিল দেখা যাইতেছে না! আত্মীয়তা-সূচক "তুমি" প্রভৃতি সম্বোধনের ভিতর দিয়া লজ্জা-সঙ্কোচের রাজ্যে জয়-গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার বহুবিধ তৃপ্তিকর কল্পনা লইয়াই এ-যাত্রা তিনি এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন; অনুপমাকে কথা কওয়াইবেন, তাহার মুখে লজ্জার হাসি ফুটাইয়া তুলিবেন এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গের ভঙ্গী হইতে 'ভালবাসি' এই কথাটীকে আদায় করিয়া লইয়া প্রফুল্লচিত্তে গৃহে ফিরিবেন-ইহাই মন্মথনাথের আশা ছিল; কিন্তু এ কি ব্যাপার? প্রথম দর্শন-দিনের সে লজ্জা এই কয়দিনেই এমনভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

বিস্ময়ের মাঝখানে হাসিবার চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন —সম্পর্কের সুযোগ যখন ঘটে তখন চারিদিক থেকেই সম্পর্ক

বেরিয়ে পড়ে ; এতদিন বিদেশে ঘুরছিলাম, কাজেই বোনের খবরও নেওয়া হয়নি ; প্রজাপতির অনুগ্রহ থাক্‌লে এখন থেকে”—

ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে অনুপমা বাধা দিল—“কিন্তু এদেশে প্রজাপতি তো যেখানে সেখানে ওড়ে না।”

অনুপমার আকস্মিক সম্বোধন এবং তৎফলে মন্মথনাথের মনোভাব লীলাবতীও লক্ষ্য করিয়াছিল, এমন কি ননদিনীর ব্যবহারে নিজেও যথেষ্ট আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। মাঝখানের ঐ উত্তর-প্রত্যুত্তরের দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া সে বলিল—“লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ ঠাকুরঝি !”

“কিন্তু বিধবারা এদেশে ভূষণ-হীনা, মেজবৌদি”—স্মিত-মুখে অনুপমা জানাইল।

“নিরাভরণ করা হয় বলে’ দেশের এমন ইচ্ছে অবশ্য নেই যে তাদের মনও শ্রীহীন হ’য়ে পড়ে”— ভ্রাতার সম্মুখে শিক্ষা-ভিমানিনীর তর্কবুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠিল।

“নিরাভরণ না কর্‌লেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে ইচ্ছে দেশের নেই সেই ইচ্ছে জাগাটাই দরকার। লজ্জাকে স্ত্রীলোকের শ্রী বিবেচনা করা হয় বলেই দেশে বিধবা চেয়েও বিধবা গড়্‌তে পাচ্ছে না ; মনের ঐ ভূষণটা ঘোচানোই

দেহের আভরণ ঘোচাবার চেষ্টার চেয়ে বেশী দরকার"—অত্যন্ত সহজ হাসি হাসিয়া অনুপমা বলিল।

মন্মথনাথ হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন, এতখানি ফিলজফি যে যুবতীর মাথায় খেলিতে পারে, প্রেমে-পড়িবার অবস্থা বা সম্ভাবনা যে তাহার আদৌ নাই, ইহা তিনি নিঃসংশয়েই বুঝিতে পারিতেছিলেন ; কিন্তু অনুপমাকে তিনি এতটা পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তাহার এ-ধরণের কথাবার্ত্তাগুলোকে পরখ করিবার শক্তি তাঁহার আর ছিল না। তিনি বলিলেন—"দেখুন, অনেক পুণ্যের ফলে দেশে একটা সুবাতাস দেখা দিয়েছে ; বহুকাল ধরে বিধবাদের ওপর যে নির্য্যাতন চলে আস্‌ছিল তার প্রতিকারের চেষ্টা অনেক পরিশ্রমে জাগিয়ে তোলা গিয়েছে ; কিন্তু যাদের জন্যে এ-চেষ্টা তাঁরাই যদি বেঁকে বসেন তা' হ'লে আজকালকার এই দেশজোড়া আন্দোলন ব্যর্থই হয়ে পড়ে। বিবাহ তো পাপ নয়!"

অনুপমা মন্মথনাথের মুখের দিকে চাহিল, পরে জিজ্ঞাসা করিল—"দেশশুদ্ধ স্ত্রীলোক আপনাদের শ্রদ্ধার পাত্রী না হ'য়ে করুণার পাত্রী হ'য়ে দাঁড়ায়, এই কি আপনারা চান? অধিকার জিনিসটা কি এতই ছেলেখেলার যে আপনারা ইচ্ছে করলেই তা' কেড়ে নেবেন? যা দিতে চাওয়ায় আপনা-

দের সহৃদয়তা প্রকাশ পাচ্ছে তা' নিতে চাওয়ায় আমাদের হীনতাই প্রকাশ পাবে নাকি ?"

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া মন্মথনাথ বলিলেন—"একথা আপনি কেন মনে কচ্ছেন যে কৃপাপরবশ হ'য়েই আমরা এ-চেষ্টায় উদ্যোগী হ'য়েছি। অন্ততঃ আমার পক্ষে আমি বল্‌তে পারি, নিজেকেই আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত মনে কর্‌বো যদি"—

মুহূর্ত্তের জন্য অনুপমার মুখ আর একবার লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া উঠিয়া পূর্ব্ববৎ সহজ স্বরেই সে বলিল—"আপনার কোনো আপরাধ নেই, অপরাধ আমারই, কিন্তু থাক্ সে কথা ; মেজবৌদিকে আমি আগেই বলেছি, আপনাকেও আজ জানাচ্ছি যে বিবাহে আমার ইচ্ছা নেই, এমন কি বারবার এই একঘেয়ে প্রসঙ্গে আমি অপমানই বোধ কচ্ছি। অনুগ্রহই হোক্ বা শ্রদ্ধাই হোক্, যদি কিছু আমার ওপর আপনার থাকে, তবে আমার ভিক্ষা ও-সব কথা আর তুল্‌বেন না—আর যদি পারেন তবে মেজ-বৌদিদির মত আমাকেও আপনার একজন ছোট-বোন বলে' মনে কর্‌বেন।"

অনুপমার উক্তির আন্তরিকতা ও স্বরের শক্তিতে কি মোহ ছিল বলা যায় না, তবে মন্মথনাথ ইহার পর আর

যেন হঠাৎ তাহার দিকে চাহিতেই পারিল না, নীরবে নত-মুখে বসিয়া রহিল। লীলাও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল—যাহার উপর সংশয় সন্দেহের সীমা ছিল না, সে যে ঐশ্বর্য্য হাতে পাইয়াও এমন অনায়াসে ফেলিয়া দিতে পারিবে ইহা সে কল্পনাও করে নাই।

অনুপমা বলিতে লাগিল—"বিবাহ পাপ নয় তা' আমি জানি, কিন্তু এর চেও অনেক বড় জিনিষ মানুষের ধারণায় অনেক আছে; আমার কাছে আমার দেশ যা' আশা করেছে, তা' যদি আমি না পারি তা' হলে হৃদয়বানেরা হয়তো বা আমাকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু নিজেকে আমি ক্ষমা করবো কেমন করে? বিবাহের যথার্থ অধি-কার তা'রই আছে, বিবাহ না করবার শক্তিও যার মধ্যে সহজ হ'তে পারে।"

এতই মধুর ও কোমল করিয়া অনুপমা কথাগুলি বলিতেছিল যে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বা কেতাবী-শিক্ষার ঝাঁজ একেবারেই অনুভূত হইতেছিল না; এ যেন একখানি আপন নিয়মে গড়িয়া ওঠা মন আপন আনন্দে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। লীলা কতকটা বিস্মিত হইয়াই অনুপমার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, তথাপি অভ্যাস বশতঃ প্রতিবাদ করিল—"এ রকম যদি সবাই মনে করে ঠাকুরঝি,

তা'হলে সৃষ্টি রক্ষাটা বিশেষ শক্ত হ'য়ে পড়ে, তা' ছাড়া বিবাহের অধিকারও বড় একটা কারুর থাকে না।"

প্রচুরভাবে হাসিয়া অনুপমা বলিল—"এ-রকম যে সবাই মনে করবে না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো মেজবৌদি! সৃষ্টি রক্ষার ভার সৃষ্টিকর্ত্তা নিজের হাতেই রেখেছেন, সেদিকে তাঁর যথেষ্ট দৃষ্টি আছে; আত্মরক্ষার ভারটাই শুধু আমাদের হাতে এসে পড়েছে,—সে ভার সার্থক ক'রে তোল্‌বার জন্যে সৃষ্টির দিকে না চেয়ে সৃষ্টিকর্ত্তার দিকেই চাওয়া দরকার।"

মন্মথনাথ এতক্ষণ নির্ব্বাক্ নতমুখে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, এক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি অনুপমার দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন; পরে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস সহ বলিলেন—"মার্জ্জনা কর্‌বেন যে আমি পত্নীভাবে আপনার দিকে চেয়েছিলাম, এমন কি আজও সেই আশা নিয়েই এখানে এসেছিলাম। তবু একটু সান্ত্বনা আমার আছে যে আমি জেনে অপরাধ করিনি—শৈলেনবাবু আমাকে অন্যরকম বুঝিয়েছিলেন এবং আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেও সে ভুল ভাঙ্‌বার অবসর ঘটেনি। বিধবা-বিবাহ নিয়ে আমি এ পর্য্যন্ত অনেক তর্ক করেছি, কিন্তু আদর্শ-টাকেও যে সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চল্‌তে হবে, এ আদর্শের দিকে মনের ক্রম-বিকাশ পথ যে মুক্ত করেই

রাখ্‌তে হবে সে কথা সমাজের সঙ্গে কলহের উত্তেজনায় সকল সময় মনে রাখ্‌তে পারিনি—কিন্তু যাক্ সে কথা, যদি কখনও দরকার হয়, মনে কর্‌বেন যে দূরদেশে আপনার এক ভাই রইল, কোনো রকম উপকারে আস্‌তে পার্‌লেই যে নিজকে ধন্য মনে কর্‌বে।"

বিস্মিত-পুলকে অনুপমার চক্ষের কোলে অশ্রুর উচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল, সে উল্লাস-তৃপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনার বিয়ের সময় মেজবৌদির সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যাবেন।"

"যদি বিয়ে করি"—বলিয়া মন্মথনাথ বাহির হইয়া গেলেন এবং লীলা অতিমাত্রায় ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিল —"এ কি কর্‌লে ঠাকুরঝি! দাদা হয়তো আর বিয়েই কর্‌বেন না—তিনি বড় জেদী।"

"তাতে তাঁর অপকার হবে না"—বলিয়া অনুপমাই কক্ষ ত্যাগ করিল।

লীলা ইত্যবসরে টেবিলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শৈলেন্দ্রনাথের ঠিকানা লেখা একখানি খাম পড়িয়া আছে, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও চিঠিখানা দেখিতে পাইল না।

রন্ধনশালায় আসিয়া সে অনুপমাকে বলিল—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভাই ঠাকুরঝি, রাগ করিস্ নে। শৈলেন-

বাবুকে ভালবেসে ফেলেছিস্ বলেই কি আর বিয়ে কর্‌লি নি? নইলে আগে তো মত ছিল!"

অনুপমাকে কে যেন সজোরে চাবুক মারিল; অনেক ক্ষণ কথা কহিতে না পারিয়া সে লীলার মুখের দিকে অবাক্-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল—"এই তোমার বিশ্বাস?"

লীলা বলিল—"না, না, বিশ্বাস ঠিক নয়, তবে এরকম সন্দেহ হবার কারণ ঘটেছে। আস্‌বার সময় মেজদা শৈলেনবাবুকে নিয়ে আসবার জন্যে অনেক চেষ্টা করে ছিলেন কিন্তু কোনোমতেই তিনি আস্‌তে চান নি, বলে-ছিলেন—"আর আমাকে জড়াবেন না, মাসীমার কাছেও আমি ছুটীর দরখাস্ত দিয়েছি।" কারণ যে কি, তা' তিনি কিছুই খুলে বলেন নি।"

অনুপমা ভাবিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিবাহ যে ভাঙিয়া গিয়াছে এ সংবাদ শৈলেন মন্মথনাথেরই মুখে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন কালে পাইয়াছিল, আজ পোষ্ট-আফিসে গিয়া নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাইল।

"শ্রদ্ধাভাজনেষু—

আজ সকালে মন্মথবাবু আবার আসিয়াছিলেন—বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে তিনি আমার মেজবৌদিদিরই মামাতো ভাই হন। বিবাহে যে আমার ইচ্ছা নাই, একথা বাবাকে জানাইয়াছি এবং আমার ইচ্ছার অনুকূলে তাঁহার আন্তরিক সম্মতিও পাইয়াছি। আবশ্যক হইলে নিজমুখে মন্মথবাবুকে জানাইয়া আজ এ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া দিব এবং তাঁহার সময় নষ্ট করার সমস্ত অপরাধ নিজের ঘাড়েই লইব—তোমাকে নিমিত্তের ভাগী হইতে হইবে না। আমার উপর তুমি আর অনর্থক অভিমান রাখিও না। আপনাকে বুঝিতে সকলেরই বোধ হয় দেরী লাগে—আমার অপরাধও সেইটুকুমাত্র, তাহার অধিক নহে; সকলেরই ক্ষমা পাইয়াছি, তুমিই শুধু রাগ করিয়া থাকিবে কেন? রাগ রাখিও না, আগেকারই মত স্নেহ-মমতা বজায় থাকিতে

দিও, আগেকারই মত আসা-যাওয়া রাখিও, সামান্য অপরাধে কৃতজ্ঞকে শাস্তি দিও না। আমার স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় অনেক ক্লেশ তুমি স্বীকার করিয়াছ, কিন্তু আপন ব্যবহারে শেষে যে আমিই তোমার ক্লেশের কারণ হইয়া থাকিব ইহা অপেক্ষা বড় শাস্তি আর আমার কি হইতে পারে। আসিও, জানাইব, কি জন্য কোন্ মূঢ়-প্রত্যাশায় প্রথম অবস্থায় বিবাহ সম্বন্ধে অসম্মতি প্রকাশ না করিয়াও পরে করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইতি—

স্নেহার্থিনী

অনুপমা।—

পুনশ্চ—শুনিলাম মন্মথবাবুর জিদ্ সত্ত্বেও কোনোমতেই তুমি আসিতে চাও নাই! এত রাগের কিছুই আমি করি নাই,—বক্তব্য শুনিয়াও যদি দোষ মনে হয়, পরে না হয় আর আসিও না—কিন্তু আমি কাহাকেও বিরক্ত করিবার মত অপরাধ বাস্তবিক করিয়াছি কিনা তাহার বিচার করিবার জন্যেও একবার আসিও। বৌদিদিকেও সঙ্গে আনিও—আমার মাথায় দিব্য।”…

অনুকূল-বিদ্যুৎ তরঙ্গ তুলিয়া পত্রের অক্ষরগুলি শৈলেন্দ্রনাথের শিরায় শিরায় বাজিয়া উঠিল। অনুপমা যাইতে লিখিয়াছে—মাথার দিব্য দিয়া যাইতে লিখিয়াছে—এখন

শৈলেনের কর্ত্তব্য কি? যাইবে না—না যাইবে? শৈলেন বারবার পড়িল—"আসিও, জানাইব কোন্ মূঢ় প্রত্যাশায় প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ না করিয়াও পরে করিতে বাধ্য হইয়াছি" কিসের প্রত্যাশা? পূর্ব্বেই কি শৈলেন তাহা বুঝিতে পারে নাই? বুঝিতে পারিয়াই কি সে সভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া আসে নাই? সম্মুখে প্রকাণ্ড গহ্বর দেখিয়াই কি সে আপনার দুর্ব্বল চিত্তটাকে সবলে বিমুখ করিয়া তুলিতে চাহে নাই? সত্য, সমস্ত সত্য—তথাপি একবার অনুপমার নিজ মুখ হইতে ঐ সুগোপন প্রত্যাশাটির পরিচয় পাইয়া আসিতে দোষ কি! দৌর্ব্বল্য জাগিয়াছে সত্য, তথাপি সম্ভাবিত কথাটার প্রকাশ সম্বন্ধে কৌতূহলও যে নিভিতে চাহে না—হায়, এ কি রহস্য! অনুপমা কি কারণ জানাইবে, কেমন করিয়া জানাইবে? শৈলেন তাহার কি উত্তর দিবে, কেমন করিয়া উত্তর দিবে?—তার পর, সে কথা শুনিতে পাওয়ার পর কি করিবে, কোথায় ছুটিয়া পলাইবে, পলাইতে পারিবে কি?

সেখান হইতে চলিয়া আসার পর কয়েকদিন কমলার প্রতি আদরের মাত্রা শৈলেন এতই বাড়াইয়া দিয়াছিল যে কমলা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—"তোমার কি হ'য়েছে?" "কৈ কিছুই না তো" বলিয়া শৈলেন মনের

উত্তেজনা ঢাকিবার ব্যর্থ-চেষ্টায় কমলাকে অভিমানিনীই করিয়া তুলিয়াছিল। "আমার কাছে লুকুতে চাও" বলিয়া পত্নী ক্রন্দনের উপক্রম করিলে "শোনো, বল্‌ছি" বলিয়াও শৈলেন কিছুই বলিতে পারে নাই। ফলে কমলা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল—"থাক্, শুন্‌তে চাইনে, কিন্তু সেখানে তুমি আর যেও না" এবং অনুপমার উপরও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

কমলা এখন পিত্রালয়ে, তথাপি এ সমস্ত কথাই শৈলেনের মনে পড়িল। এতদিন পত্নীর অনুরোধ সমস্ত হৃদয়ের শক্তি দিয়া সে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ পারিবে কি? শৈলেন আবার অনুপমার পত্রখানি পড়িল—ভাবিল, না কাজ নাই—আবার ভাবিল, দোষ কি? একবার ভাবিল এখান হইতে পলাইয়া শ্বশুরালয়েই দিনকতক থাকিয়া আসিবে; আবার ভাবিল, একটীবারের জন্য মাত্র অনুপমার বক্তব্যটাই শুনিয়া আসায় হানি কি—এতই কি ভয়, এতই কি দৌর্ব্বল্য? এইবারই না হয় সমস্ত সম্পর্ক শেষ করিয়া দিয়া আসিবে। বাস্তবিকই কি সে এতই কাপুরুষ যে—কিন্তু না, বিবাহ যখন ভাঙিয়া গিয়াছে তখন আর দরকার কি উহার কারণ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার?

হায়রে দুর্ব্বল মানবচিত্ত! শৈলেনের বুকের ভিতর হইতে কে যেন বলিতে লাগিল—"দরকার আছে, দরকার আছে কারণটা শুনিয়া আসার"—সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, দ্বিধা করিতে করিতে ইতস্ততঃ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন হেমন্ত-সন্ধ্যায় বনগ্রামের গাড়ীতে চড়িয়া বসিল এবং বহুবিধ সংশয়-সঙ্কোচ-ভীতি-পুলকের মিলিত কম্পন বুকের ভিতর অনুভব করিতে করিতে অনেক সম্ভব অসম্ভবের কল্পনাচিত্র লইয়া রাত্রি নয়টার সময় বনগ্রাম ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল।

জগৎপ্রসন্নবাবু দু'দিন হইল শিলং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং বহির্ব্বাটীতে একাকী বসিয়া নিমীলিত-চক্ষে গড়গড়া টানিতেছিলেন। শৈলেন আসিয়া নমস্কার করিবামাত্র ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া স্নেহস্মিতমুখে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং যথোচিত কুশল প্রশ্নাদির পর বলিলেন—"যাও, বাড়ীর ভেতর যাও,আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

অন্যবার শৈলেন একেবারেই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়া থাকে, এবার কিন্তু তাহার পা উঠিতেছিল না—কেমন একটা সঙ্কোচভাব তাহার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিতেছিল। "থাক্ আপনার সঙ্গেই যাবো, তাড়াতাড়ি কি"—বলিয়া সে জগৎবাবুর সহিত নানারূপ গল্প ফাঁদিয়া বসিল।

দশম পরিচ্ছেদ

হেমন্তের প্রাতঃসূর্য্যকিরণে গাছপালা হাসিয়া উঠিয়াছে, পত্রপল্লবপ্রান্ত হইতে অরুণাভা-রঞ্জিত শিশিরকণাগুলি পরস্পরের সংযোগে মুক্তামালায় গড়িয়া উঠিয়া চারিদিক্ দিয়া টুপাইয়া টুপাইয়া পড়িতেছে। প্রভাত-প্রকৃতি বিহঙ্গ-কলরব-মুখর।

অনুপমা লীলার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"শৈলেনদার জন্যে চা তৈরি করগে মেজবৌদি! আমার ঘরে আজ আর এখন যাবার উপায় নেই—তোমার ঘরেই এখন তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

"তুমি এখন কি কর্ব্বে" লীলা জিজ্ঞাসা করিল।

"তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে"—বলিয়া সে কানাইকে ডাকিয়া বলিল—"যা শৈলেনদাকে এই ঘরে ডেকে দিগে, বলে আয় চা তৈরি।"

"কি কথা আমরা শুন্তে পাবো না"—লীলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। মন্মথনাথের শ্রদ্ধা প্রকাশের পর হইতে অনুপমা-সম্বন্ধে লীলার মন আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, এবং দু'দশদিন মেলা-মেসা করিতে করিতে

অনায়াসে ভালবাসার ভিতর দিয়া সে আজকাল ননদিনীর অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল।

অনুপমা বলিল—"কেন পাবে না, শৈলেনদা'র সাম্‌নে বেরুলেই পাবে, তা' বেশ, এক কাজ কর, এইখানেই না হয় ষ্টোভে চা কর।"

"না দরকার নেই—আমি ঠাট্টা কর্‌ছিলাম; মনে করো না যে তোমার ওপর আজও আমার অবিশ্বাস আছে"—বলিয়া লীলা অকারণ লজ্জিত হইয়া পড়িল।

"আমি কিছুই মনে করিনি মেজবৌদি, তুমিই গাইছ, তুমিই বাজাচ্ছ"—মধুর হাসিয়া অনুপমা উত্তর করিল এবং লীলা আরও সঙ্কুচিত হইয়া দ্রুতপদে রন্ধনশালার দিকে চলিয়া গেল। তাহার কুণ্ঠার কারণ ছিল; প্রকৃতপক্ষেই লীলার মন এই জায়গাটায় সংশয়শূন্য হইতে পারে নাই, অনুপমার মনে অনিশ্চিত সন্দেহবশে কোনরূপ বেদনা দেওয়াও আজকাল তাহার সাধ্যাতীত!

স্পন্দিত হৃদয়ে শৈলেন দ্বার-সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ঘরে ঢুকিতে তাহার পা কাঁপিয়া গেল! এই মুহূর্ত্তটিই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্খিত, এই মুহূর্ত্তটিই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভীতিজনক! কি শুনিবে আজ এখানে সে? কেমন করিয়া চাহিবে অনুপমার দিকে? দ্বারের নিকট

আসিয়া একাধিকবার তাহার ইচ্ছা হইল যে ছুটিয়া নীচে নামিয়া যায়, কিন্তু সে দিকেও পা উঠিল না। হায়, তাহার গতিশক্তি, সরল নিঃসঙ্কোচ ভাব কাহার অভিশাপে কোথায় গেল আজ? কি কথা শুনিবে সে-সম্বন্ধে যে শৈলেনের আর বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না,—গতকল্য রাত্রেও এখানে আসিয়া ডেপুটী-গৃহিণীর অসতর্ক বাক্যের ভিতর হইতে বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়ার যে কারণাভাস সে পাইয়াছে তাহাও যে তাহার আপন অনুমানেরই পরিপোষক। আশ্চর্য্য, এত কাণাঘুষা বাড়ীতে হইয়া গিয়াছে তথাপি অনুপমা তাহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিয়াছে!

পদশব্দে আকৃষ্ট হইয়া অনুপমা চাহিয়া দেখিল, দ্বারের নিকট শৈলেন আনতমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

"ও কি! ওখানে দাঁড়িয়ে যে? ভেতরে এস"—অনুপমা পূর্ব্বের ন্যায় সহজ কণ্ঠেই আহ্বান করিল।

শৈলেনের হৃদয়রক্তে সে আহ্বানবাণী নাচিয়া উঠিল—যন্ত্রচালিতবৎ সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

"বৌদিদিকে আন্‌লে না যে বড়?"

"সে ওখানে নেই, বাপের বাড়ী"—নতমুখেই শৈলেন উত্তর করিল।

"আমার ওপর রাগ গিয়েছে, না এখনও?" স্নিগ্ধহাস্যে অনুপমা প্রশ্ন করিল।

"রাগ কিসের?"—বিবর্ণমুখে শৈলেন বলিল—"রাগ তো কোনো কালেই ছিল না।" মনে মনে ভাবিল এইবার সঙ্কট মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিতেছে।

"রাগ ছিল না? তবে সেবার অমন করে হঠাৎ চলে গিয়েছিলে কেন? মা'কে ওকথা লিখেছিলে কেন? মন্মথবাবুর সঙ্গে আস্‌তে চাওনি কেন?"

এইবার শৈলেনের সত্যসত্যই রাগ হইল। কেন, তা' কি অনুপমা নিজে জানে না? সে কতকটা উত্তেজিত স্বরে বলিল—"বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়ার কি কারণ লোকে অনুমান করেছে, তা কি তুমি জান না?"

অনুপমা অবাক্ হইয়া গেল; বলিল—"জানি কিন্তু সেজন্য তোমার সঙ্কোচ এল কেন,—আমার তো কৈ আসেনি! তা' ছাড়া, কারণ না হয় আজই লোকে অনুমান করেছে, প্রথম দিন তুমি যখন চলে গিয়েছিলে তখন তো কোনো অনুমানের কথা ছিল না,—তখনও কি রাগ করে যাও নি?"

কিন্তু উত্তর শুনিবার আর প্রয়োজন হইল না,—শৈলেন মুখ তুলিয়া চাহিতেই অনুপমা চমকিয়া উঠিল। সহসা

তাহার মুখ মেঘের মত গম্ভীর হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—বলিয়া গেল—"দাঁড়াও শৈলেন দা, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি; আমি না আসা পর্য্যন্ত বাইরে যেও না।"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া শৈলেন শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। কারণ কি এরূপ ব্যবহারের!

* * *

যন্ত্রণা-রক্তিম মুখে বড়বধূর ঘরে প্রবেশ করিয়া অনুপমা তাহার হাতে একখানা কাঁচি গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"আমার চুলগুলো সমস্ত পুঁচিয়ে কেটে দাও বড়বৌদি!"

অনুপমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখের দিকে চাহিয়া বড়বৌ শিহরিয়া উঠিলেন, বুকের উপর হঠাৎ একটা প্রবল আঘাত পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ছি বোন, মার মনে কষ্ট দিও না —চুল থাকলেই বা।"

"না থাকবে না—আমার সর্ব্বাঙ্গে ওগুলো সাপের মত কামড়াচ্ছে—দাও শিগ্গির"—অনুপমার স্বর উচ্চ ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বড়বৌ কাঁদিয়া ফেলিলেন; মিনতিভরা চক্ষে অনুপমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মী বোন আমার! ও-কাজ করো না।"

"দেবে না তো—আমার তর্ক কর্‌বার সময় নেই—দাও, তোমার পায়ে পড়ি দাও।"

"আমি পার্‌বো না ভাই"—বড়বধূর চোখ দিয়া ধারায় ধারায় অশ্রু গড়াইয়া গেল।

"বেশ,—আমার এই সমস্ত গহনা তোমায় দিলাম বড়-বৌদি"—বলিয়া সে একে একে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইল। বড়বধূ তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, কিন্তু বাধা দিতে পারিলেন না। বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিয়া ঝড়ের মত বেগে অনুপমা আপন ঘরে কাঁচি হস্তে প্রবেশ করিল এবং দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল।

* * *

ইতিমধ্যে চা-পান শেষ করিয়া অধীর-প্রতীক্ষায় শৈলেন একাকী বসিয়াছিল। অনুপমা তাহার নিকট উত্তরোত্তর রহস্যময়ই মনে হইতেছিল, এইমাত্র সে অমন করিয়া চলিয়া গেল কেন? কোন্ প্রত্যাশায় প্রথমে আপত্তি না করিয়া পরে অপত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহাই বা জানাইয়া গেল কৈ? সেও একদিন শরতের স্বচ্ছ-সুন্দর প্রভাত, যে দিন এম্‌নি চা-ঘটিত ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই কমলার মধ্যস্থতায় অনুপমার সহিত শৈলেনের কথাবার্ত্তা সর্ব্বপ্রথম

সহজ হইয়া উঠিয়াছিল—আজ আর কমলা নাই, আজ কি এইখান হইতেই মাঝখানের এই বৎসরেকের পরিচয় নিঃশেষে ফুরাইয়া যাইবে? গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই শৈলেন স্মরণ করিয়া দেখিল—জ্যোৎস্নালোকে ছাদের উপর সেই প্রথম সাক্ষাৎ, বিবাহের প্রসঙ্গে সেই সর্ব্বপ্রথমলজ্জা, বৈধব্য প্রসঙ্গে কমলার নিকট সেই আকস্মিক অশ্রু-উচ্ছ্বাস, সম্বন্ধ, মন্মথনাথ,-প্রথম-সাক্ষাৎ-দিনে শৈলেনকে বাহিরে থাকিতে অনুরোধ, শৈলেনের সহিত সেই দ্বিপ্রহরের কথা, বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ—না সন্দেহই নাই যে শৈলেনের অনুমান সম্পূর্ণ সত্য! তবে কি জন্য এমন রহস্যময় ব্যবহার? কি জন্যই বা তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলা?

সহসা দ্বারের পার্শ্বে নূতন বস্ত্রের খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল,—মুহূর্ত্তমাত্র,—অনুপমা শৈলেনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল,—নিরাভরণা, শুভ্রবাস-বিমণ্ডিতা, কেশ-বিরল-মস্তকে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, মুখে অপার্থিব আনন্দ-নির্ম্মল-দীপ্তি এবং অর্দ্ধোত্থিত বামকরতলে ধানদুর্ব্বা ও অর্ঘ্য সুসজ্জিত এক সুবৃহৎ রজতপাত্র!

বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ পাইবার পূর্ব্বেই—'এ কি মূর্ত্তি' বলিয়া লজ্জাবনতশির হইয়া পড়িবার অবসর মাত্র না

দিয়াই অনুপমা বলিল—"কেমন, এখনো এখানে আস্‌তে লজ্জা কর্‌বে কি শৈলেন দা ?"

এতবড় আঘাত, এত প্রবল-বেগে চাবুক শৈলেন জীবনে কখনও খাইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না! বসুন্ধরা যদি সেই মুহূর্ত্তে দ্বিধাভিন্ন হইয়া যাইত তবে এক নিমিষের জন্যও সে বুঝি আর উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে চাহিত না!

সেই আগুল্‌ফ বিলম্বিত কৃষ্ণকেশরাশি এমন অকস্মাৎ নির্ম্মূল করিয়া দিল কে ? কাহার পাপ এই পবিত্রার সর্ব্বাঙ্গ হইতে এত সহসা অলঙ্কার ভার খুলিয়া দিল? কে অনুপমাকে এত তাড়াতাড়ি তাহার অভ্যস্ত বেশভূষা ছাড়াইয়া ঐ শুভ্র-বাস-পরিধানে বাধ্য করিল ? আপনার উপর শৈলেনের বিজাতীয় ক্রোধ উপস্থিত হইল—স্নান-পরিচ্ছন্না নির্ম্মল মূর্ত্তি-খানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে নিদারুণ আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

"এইবার শোনো শৈলেন দা, কি জন্যে আমি—

"আর শুন্‌তে চাই নে অনু, বুঝ্‌তে পেরেছি—আমাকে ক্ষমা কর"—শৈলেন্দ্রনাথ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অনুপমা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া শৈলেনের হাত ধরিল—"ক্ষুব্ধ হ'য়ো না ভাই দৌর্ব্বল্যই মানুষের স্বভাব, দুঃখ কি সে জন্যে ? তোমাকে আমি চিনি, তোমার মনও

ভাল রকমই জানি—ভুলচুক কার না হয়? কোনো দুঃখ ক'রো না,—এই বেশই আমার যথার্থ বেশ, এই সাজই আমার দরকার ছিল,—ভগবান তোমার দৃষ্টির ভেতর দিয়েই তাই আমাকে সজাগ করে তুলেছেন। আজ আমার কৃতজ্ঞতা পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, এইবার তা'র উচিত মূল্য দেবার সময়,—চল আজ ভাইফোঁটা।"



আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা

১ম। শুভদৃষ্টি (২য় সংস্করণ)—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

২য়। রবিদাদা (ঐ)—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি,এস, সি।

৩য়। ইন্দু—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ,

৪র্থ। স্বর্ণমরু—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

৫ম। দাদার ঘরে (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস এম্ এ

৬ষ্ঠ। পুণ্যপ্রতিমা—শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

৭ম। নিরুপমা—শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু।

৮ম। ময়ূর-পুচ্ছ—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ।

৯ম। শুকতারা—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম,এ,বি,এল

১০ম। দেউলিয়া—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১শ। অভাগীর মেয়ে—শ্রীননীগোপাল ঘোষ।

১২শ। সিদ্ধি-কবচ (যন্ত্রস্থ)—শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, মাত্র পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইলে যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভিঃ পি ডাকে পাঠাইব; পরে যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে তখন সেইখানি ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইব। অদ্যই পত্র লিখিয়া গ্রাহক হউন।

অন্নদাবুকষ্টল, ৭৮।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।